



খুলে ফেলা হল রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের খারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিজেপি যুব মোর্চার মঞ্চ। শুক্রবার বিজেপি ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ...বিস্তারিত পাতা ৩



কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নতুন কমিটি গঠন হতেই নতুন কমিটি এবং পুরনো কমিটির মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলেজ চত্বর। ...বিস্তারিত পাতা ৫



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স গ্রুপ সেন্টারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬



ভারতীয় ক্রিকেটে কোহলিয়ানার ১৫ বছর পার। ঠিক ১৫ বছর আগে, ২০০৮ সালে আজকের দিনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই-তে ডেবিউ হয়েছিল বিরাটের। ...বিস্তারিত পাতা ৮

টিকিট না থাকায় মহিলা যাত্রীকে মারধরের অভিযোগ টিটি-র বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ টিকিট না থাকায় মহিলা যাত্রীকে মারধর করার অভিযোগ টিটি-র বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য বিধাননগর স্টেশনে। সন্ধ্যায় বিধাননগর স্টেশনে ডিউটিতে ছিলেন এক টিকিট চেকার। সূত্রের খবর, টিকিট চেকিংয়ের সময় দেখা যায় কয়েকজন যাত্রীর কাছে টিকিট নেই। কোথায় টিকিট তা জিজ্ঞেস করতেই দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়ে যায় বলে খবর। যাত্রীদের অভিযোগ, বচসার সময়ই ওই চেকার এক মহিলা যাত্রীর গায়ে হাত তোলেন। মারধর করা হয় আরও দুই পুরুষ যাত্রীকেও। ঘটনা দেখা মাত্রই প্রতিবাদ করেন অন্যান্য যাত্রীরা। বেশ কয়েকজন যাত্রী আবার ওই চেকারকে মারতে তেড়ে যান বলে খবর। শুরু হয়ে যায় ব্যাপক কামেলা। খবর পেয়ে চুটে আসে আরপিএফ, জিআরপি। দ্রুত ওই জায়গা থেকে ওই চেকারকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায় আরপিএফ। স্টেশনের অনুসন্ধান অফিসে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু, নিত্যযাত্রীরা এতটাই মারমুখী হয়ে ওঠেন যে আরপিএফ ও জিআরপি পরিষ্কৃতি সামাল দিতে হিমশিম খায়। কার্যত অনুসন্ধান অফিসের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে অভিযুক্ত টিটি-র উপরে চড়াও হয় উত্তেজিত নিত্যযাত্রীরা। অভিযোগ ওই অফিস ঘরের ভিতর থাকা আরও এক মহিলা টিটি-কেও বাইরে বের করে নিয়ে এসে হেনস্থা করা হয়। অভিযুক্ত চেকারের শাতির দাবি তুলে ফোঁড়তে ফেটে পড়েন বহু যাত্রী। যাত্রীদের আরও অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে প্রায়শই দুর্ভাবহার করেন চেকাররা। অসুখা জরিমানা করে হেনস্থা করা হয়। তাদের দাবি, এটা দ্রুত বন্ধ করতে হবে।

স্ত্রী-মেয়েকে গলা কেটে খুন, মধ্যমগ্রামে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ প্রথমে স্ত্রী এবং মেয়েকে গলা কেটে খুন। তার পর নিজে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক প্রাক্তন সেনাকর্মী। নৃশংস এই ঘটনা ঘটেছে দমদম পুরসভা এলাকার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। পরে মধ্যমগ্রাম স্টেশনের কাছে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহাতী হন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৮) নামে ওই প্রাক্তন সেনাকর্মী। এ দিন সকালে মধ্যমগ্রাম স্টেশনের কাছেই রেল লাইনের উপরে গৌতমবাবু দেহ উদ্ধার হয়। এর পরে পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, তাঁর বাড়ি দমদম পুরসভা এলাকার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে বাড়ির ভিতর থেকে গৌতমবাবুর স্ত্রী দেবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৪) এবং তাঁর মেয়ে দিশা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯) গলা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে নেমে পুলিশের অনুমান,



গৌতমবাবুই প্রথমে স্ত্রী এবং মেয়েকে গলা কেটে খুন করেন। এর পর মধ্যমগ্রামে লোকাল ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহাতী হন তিনি। মৃত গৌতমবাবুর প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রাক্তন ওই সেনাকর্মীর মানসিক সমস্যা ছিল। পাশাপাশি পারিবারিক অশান্তিও চলাছিল। গতকালও গৌতমবাবু মদপান করেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। কিন্তু নিজের স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করে গৌতমবাবু যে এমন কাণ্ড ঘটানেন, তা ভাবতেও পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা। তিন জনেরই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

যাদবপুরে অচলাবস্থা জারি! হাইকোর্টে তৃণমূলের করা মামলায় সংযুক্ত রাজ্যপালও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সুদীপ রাহা। ওই মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ত্রাড়া বসু ইতিমধ্যেই বলেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণে। তাই এই ঘটনা তাঁরই ব্যর্থতা। হস্টেল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই মামলায়। আর রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের মধ্যেই ছাত্র মৃত্যুর মামলায় পাটি করা হল আচার্যকে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি সুদীপ রাহার মামলায় যুক্ত করা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে। এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসানো-সহ নানা দাবি তিনি আগেই তুলে ছিলেন। নানা দাবি নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা



রাজ্যপালই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। আর ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যই ছিল। তাই মামলায় তাকেও যুক্ত করা হোক। রাগিং করাই ওই প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। হস্টেলের একাধিক আবাসিককে গ্রেফতারও করা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে আগে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন

মামলার শুনানি হতে পারে। এই মামলায় যুক্ত করা হল রাজ্যপালকে। এই মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। গত ৯ আগস্ট মৃত্যু হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার। এই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার পর থেকে রাজ্যপাল অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বারবার গিয়েছেন। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে রাজভবনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বৈঠকও করেছেন। তবে সিডি আনন্দ বোস স্বীকার করেছেন, উপাচার্য না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত তার ব্যবস্থা করা হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষী সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, “এক একবার ছাত্রদের এক একটা গ্রুপ এসে বলে যাচ্ছিল, গেট যেন বন্ধ থাকে। সেট হেডে আমাদের যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।”

হাসপাতালে ভর্তি অনুরত মণ্ডল! বাবার খবর শুনেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন সুকন্যা

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ হাসপাতালে ভর্তি জেলবন্দি অনুরত মণ্ডল। বৃকে ব্যাথা, শ্বাসকষ্ট-সহ আরও কিছু সমস্যায়া ভুগছেন তিনি। যে কারণে আদালতে পেশ করা গেল না অনুরতকে। তবে, আদালতে পেশ করা হল অনুরত কন্যা সুকন্যা-সহ অন্য ধৃতদের। বাবা অসুস্থ শুনে আদালত কক্ষ কেঁদে ফেললেন সুকন্যা মণ্ডল। অবশ্য হাসপাতালে ভর্তি হলো

২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতেই যেতে হল অনুরতকে। একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুকন্যা, মণীশ, সাগল-সহ সকলকে। গুরু পাচার মামলা দিল্লিতে কেন স্থানান্তর করা হবে, তা নিয়ে আসানসোলার বিশেষ সিবিআই আদালতের এজলাসে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিযুক্ত তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুরত মণ্ডল। পাশাপাশি, জামিন এবং ব্যান্ড আর্কাউন্ট চালু করার জন্যও আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। বিগত এক বছর ধরে জেলে রয়েছেন অনুরত মণ্ডল। বাবাবার

জামিনের আবেদন করেও কোনও সুবাহা হয়নি। বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুরত মণ্ডল (৬৪কে কেপ্ট) জামিন পেলে গুরু পাচার মামলার পুরো তদন্ত প্রক্রিয়াতেই থাকা লাগতে পারে বলে আদালতে দাবি করেছে ইডি, সিবিআই। দিল্লির রাউজ অ্যাডমিনিউ কোর্টে বিশেষ সিবিআই আদালতে বিচারক রঘুবীর সিংহের এজলাসে তাঁর মামলার নিরপেক্ষ বিচার হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছিলেন অনুরত। বীরভূমের তৃণমূল নেতার দাবি ছিল, অন্য বেশে মামলা সরানো হোক। পরে রাউজ অ্যাডমিনিউ আদালতের প্রধান জেলা ও দায়রা বিচারক অঞ্জু বজাজ চাঁদনার এজলাসে তুলেছিলেন অনুরত।

মামলার শুনানি হয়। সেখানেই ইডি-র অফিসিয়ার যুক্তি দেন, বেশ বদলের জেরে অনুরত জামিন পেয়ে গেলে গোটা তদন্তে প্রভাব পড়বে। শেষনেশ এখনও জামিন পাননি তিনি। এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি।

কোথায় বিবস্ত্র করা হয়েছিল, কোথা থেকে পড়ে যায় ছাত্র, যাদবপুরের হস্টেলে পুনর্নির্মাণ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ হস্টেলের কোন ঘরে বিবস্ত্র করা হয়েছিল মৃত পড়ুয়াকে? কী প্রশ্ন করে হয়েছিল তাকে? চিটি লেখার নেপথ্যে কী কারণ ছিল? কোথা থেকে পড়ে যান ছাত্র? যাদবপুরকে পাণ্ডে যুত সপ্তক কমিলা্যকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে এসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজল পুলিশ। ঘটনার ৭দিনের মাথায় শুক্রবার এই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হল। ডিসি এসএসডি বিদিশা কলিতা দাশগুপ্তর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী এদিন অভিযুক্ত সপ্তককে নিয়ে যাদবপুরের হস্টেলে আসেন। প্রায় এক ঘণ্টা হস্টেলের মেকান বিল্ডিংয়ে ছিলেন তারা। দীর্ঘ সময় ধরে সপ্তককে নিয়ে হস্টেলের প্রতিটা তলার যান পুলিশ কর্তারা। হেফাজতে সপ্তক যে বরান দিয়েছে তার সঙ্গে তার এদিনের বক্তব্য



জেরেই মৃত্যু হয় তারা। এরপরেই যাদবপুর থানার খবের মামলা দায়ের করেন মৃত ছাত্রের বাবা। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই দুই প্রাক্তনী-সহ এক ছাত্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের জেরা করে গ্রেফতার করা হয় আরও ছ’জনকে। ধৃত প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরীকে নিয়ে এর আগে একবার হস্টেলে গেলেও ঘটনার পুনর্নির্মাণ এই প্রথম। হেফাজতে থাকা এই ন’জনের

বয়ানে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে বলে পুলিশের দাবি। তাই প্রত্যেক ছাত্রকে আলাদা করে নিয়ে এসে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে চায় পুলিশ। শুক্রবার শুরু হল তদন্তের সেই পর্ব।

বাম ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে এফআইআর করলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ সভা ঘিরে ধুমুদার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিডিপি এবং বাম ছাত্র সংগঠন রেভোলিউশনারি স্টুডেন্টস ফেডারেশনের মধ্যে। তাতে বেশ কয়েকজন ছাত্র আক্রান্ত হন। সেখানে গতকাল যাদবপুর এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে বিজেপি যুব মোর্চার প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বক্তব্য রাখার সময় কালো পতাকা দেখানো হয় বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে। নানারকম স্লোগান দেওয়া হয় এবং তাঁকে আক্রমণ করা হয় অতর্কিতে বাম ছাত্র, শুক্রবার এফআইআর করলেন

শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনা নিয়ে এখন শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই এফআইআর করা নথি তিনি সেপ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। ফলে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার একদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপে রয়েছে এই ছাত্র সংগঠন। আর একদিকে শুভেন্দু অধিকারীর এফআইআর করাতে আরও চাপ বাড়ল। কারণ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ৯ জনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় মার্কসবাদীরা জতি বলে সরব হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার তাঁর দেখানো পথে হেটেই শুভেন্দু

যাদবপুর কাণ্ডে নয়া মোড়



এফআইআর করলেন। এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লোগান তোলা হয়েছিল,

“শুভেন্দু এখানে কেন এসেছেন, আয় বুঝিয়ে দেব।” তারপরই দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। শুভেন্দুকে কালো পতাকা দেখানো হয় বলে অভিযোগ। অতি-বাম তথা বিপ্লবী ছাত্র ফ্রন্টের সদস্য তথাগত রায়চৌধুরীর বক্তব্য, “এভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপি এবং তৃণমূল অশান্তিতে উসকানি দিচ্ছে। যতবার এভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিষদে খর্ব করার চেষ্টা করা হবে, ততবার আমরা এভাবে প্রতিরোধ করব। সেখিয়েছি কালো পতাকা। সেটা গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে।” অন্যদিকে আজ শুক্রবার দু’পাতা লিখে এফআইআর করছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু

অধিকারী। সেখানে তিনি বলেছেন, “গতকাল আমি যাদবপুর গিয়েছিলাম ভারতীয় যুব মোর্চার সভায় যোগ দিতে। তখন আমার উপর আক্রমণ করে কয়েকজন অসঙ্গতিপরিচয়ের আততায়ী। তারা আমার নিরাপত্তা ভেঙে কালো পতাকা এবং স্লোগান দিতে শুরু করে। এই সব অসঙ্গতপরিচয়ের আততায়ী অতি বাম সংগঠন রেভোলিউশনারি স্টুডেন্টস ফেডারেশনের অন্তর্গত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা তুলে ধরতেই তাদের কপটতা নেমে আসে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ বিরোধী কার্যকলাপ চলে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি এফআইআর করলাম।”

সুবীরেশের বাড়িতে ছিল চাকরি বিক্রির শাখা অফিস



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অফিস খুলে ভুয়ো শিক্ষকদের তালিকা তৈরি হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার আদালতে জানিয়েছে সিবিআই। সঙ্গে তাঁদের দাবি, এসএলএসটি নিয়োগ দুর্নীতিতে সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে খোলা হয়েছিল শাখা অফিস। সেখানে ওএমআর শিট কারচুপির পদ্ধতি ঠিক করতে হয়েছিল

একাধিক বৈঠক। যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ওএমআর শিট পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা সংস্থা নাইসার ভাইস প্রেসিডেন্ট নীলাদ্রি দাস। সিবিআইয়ের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতেও গ্রেফতার এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বাড়িতেও হয়েছে চাকরি বিক্রির চক্রান্ত। তাঁর বাড়িতেও রীতিমতো অফিস খুলে ষড়যন্ত্রের নীল নকসা তৈরি হয়েছে। যে বৈঠকে সুবীরেশ ছাড়াও হাজির ছিলেন নাইসার ভাইস প্রেসিডেন্ট নীলাদ্রি দাস ও এসএসসি-র প্রোগ্রামিং অফিসার পর্ণা বসু। সিবিআইয়ের দাবি, কী ভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওএমআর শিটে কারচুপি করা হয়েছে তার গোটা পরিকল্পনা হয়েছে সুবীরেশের বাড়িতে। সিবিআই আদালতে জানিয়েছে, পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে তৈরি চাকরি চুরির অফিসে চূড়ান্ত হত কাকে কাকে বেআইনিভাবে চাকরি দিতে হবে তার তালিকা। সেখানে হাজির থাকতেন প্রশান্ত রায়, প্রদীপ সিংয়ের মতো চাকরি বিক্রির দালালরা। যাদের নাম তারা বেআইনিভাবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করছে তারা সবাই পুরো টাকা মিটিয়েছে কি না, এবং সেই টাকার ভাগ তাঁর কাছে পৌঁছেছে কি না তা নিশ্চয় ভাবে মিলিয়ে নিয়ে এক এক জনের নাম চূড়ান্ত তালিকায় তুলতেন পার্শ্ব। তার পর পার্শ্ব বাড়িতে এসে সেই তালিকা নিয়ে যেতেন সুবীরেশ। এর পর সুবীরেশের বাড়িতে শুধু হত ওএমআর শিট কারচুপির খেলা। এমনকী আচার্য সদনে সুবীরেশের ঘরেও চাকরি চুরির একাধিক বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছে সিবিআই। সিবিআইয়ের আরও দাবি, ওএমআর কারচুপির দায় থেকে নিজেকে দূরে রাখতে ২০১৭ সালে গ্রুপ সি পরীক্ষার ওএমআর শিট আচার্য সদনের বদলে পাশের একটি ভবনে পাঠিয়ে দেন সুবীরেশ। সেখানে ছিল না কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা। সেইখানেই যাবতীয় ওএমআর শিট স্থান করেন নাইসার প্রতিনিধিরা।

বেসরকারি স্কুল নিয়ন্ত্রণে কমিশন গঠন করছে রাজ্য, বিল যাচ্ছে রাজ্যপালের কাছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলির বিরুদ্ধে প্রায়ই অতিরিক্ত নেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্টভাবে রাজ্যে কোনও কমিশন নেই। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে বেসরকারি স্কুলের ফি সংক্রান্ত একটি মামলায় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এরপরে অন্যান্য রাজ্যের প্রসঙ্গ টেনে নিতে পারবে কমিশন। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষামহলের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেসরকারি স্কুলগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য রেগুলেটরি কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর এই কমিশন

“বেসরকারি স্কুলগুলির উপর রাজ্যের নূনতম নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন।” প্রসঙ্গত, শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রেগুলেটরি কমিশনের মাধ্যম রাখা হবে একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে। এছাড়াও কমিশনে থাকবেন রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি। তারা কোনও স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখানো সে ক্ষেত্রে অভিযোগের সভ্যতা প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে কমিশন। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষামহলের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেসরকারি স্কুলগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য রেগুলেটরি কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর এই কমিশন



মন্ত্রিসভায় পাশ হয়েছে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, এই বিল অনুমোদনের জন্য রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁর কাছেই এই বিয়ে পড়ে রয়েছে। এদিন এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি বিশুজিং বসু তিনটি বোর্ডের স্কুলগুলির তালিকা শিক্ষা দফতরের ওয়েবসাইটে যাতে প্রকাশ করা হয় সে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই তালিকা প্রকাশ করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি। এ বিষয়ে বিচারপতির মন্তব্য,

গঠনের কাজ শুরু করে দেয় শিক্ষা দফতর। সেই কাজ প্রায় শেষ। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই রেগুলেটরি কমিশন চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও কবে থেকে চালু হবে সে বিষয়ে এখনও নির্দিষ্টভাবে শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে কিছু জানানো হয়নি। তবে প্রশাসনিক আধিকারিকরা মনে করছেন, এর ফলে যেমন বেসরকারি স্কুলের একেবাা মনোভাব রোখা যাবে, তেমনি অভিভাবকদের অভিযোগেরও অনেকটা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে কমিশনে।

কুয়ো থেকে বাছুরকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল ৬ ব্যক্তির

রাঢ়ী, ১৮ আগস্ট : কুয়ো থেকে এক বাছুরকে বাঁচাতে গিয়ে ৬ জন

ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আরও ৬ জনের কুয়োয় মধ্যে আটকে থাকার আশঙ্কা করছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির সিল্লির পিসকা গ্রামে।গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে আনন্দ মাজির নামক এক ব্যক্তির বাছুর কুয়োয় পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গ্রামের সাতজন ভদ্রীরথ মাজি, মন্টু মাঝি, বিশ্ব চরণ মাঝি, রমেশচন্দ্র মাঝি, গুরুপদ মাঝি ও টেম্পু মাঝি কুয়োয় নামেন। তারা ওপরে উঠতে পারেননি। বৃহস্পতিবার রাতভর এনডিআরএফ-এর দল উদ্ধার অভিযান চালায়। প্রায় ১৭ ঘন্টা ধরে উদ্ধারকাজ চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, কুয়োয় মধ্যে যারা আটকে আছে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক সুদেশ কুমার মাহাতো সহ ডিএসপি, বিডিও এবং অন্যান্য প্রশাসনিক অধিকারিকারাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।জানা গিয়েছে, মন্টু মাজি (৫২) নামক এক ব্যক্তিকে প্রথমে এনডিআরএফ কর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় কুয়ো থেকে বের করে নিয়ে আসেন। তারপর তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে পাখিরা নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এরপর বিষ্ণুচরণ মাঝি(৪৫) নামক এক ব্যক্তিকে কুয়ো থেকে বের করা হয়। অন্য একজনের দেহও তারপর বার করা হয়।কুয়ো থেকে তবে অকেন্দ্রাকৃত্যবায়নি।

ইন্দোরে পোষ্য নিয়ে বিবাদের জেরে চলল গুলি, নিহত দুই

ইন্দোর, ১৮ আগস্ট : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে পোষ্য নিয়ে বিবাদের জেরে চলল গুলি। জানা গিয়েছে, গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। জখম আরও ৬ জন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ঘটনা। মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতোজানা গিয়েছে, মূল অভিযুক্ত এক বাবুরে নিরাপত্তা কর্মী রাজপাল রাজাওয়াত একটি পোষ্য কুকুরকে নিয়ে হাটতে বেরিয়েছিলেন। খাজরান। থানার অন্তর্গত কুঞ্চগাণ কলোনিতে তাঁর বাড়ি।সেইসময়ই প্রতিবেশীদের পোষ্য কুকুরদের সঙ্গে রাজপালের কুকুরের ঝগড়া শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর হুই পোষ্যর মালিকের মধ্যেও বিবাদ শুরু হয়ে যায়। বচসা তুঙ্গে ওঠে। নিজের ঘর থেকে বঃ কুব বের করে এলোপাখা। গুলি চালাতে শুরু করেন মূল অভিযুক্ত। ঘটনাস্থলেই গুলি লেগে দুই যুবকের মৃত্যু হয়। বন্দুক টিও বায়োগাণ্ড করছে পুলিশ।ইন্দোরে অবিরক্ত ডিসিপি আরম্ভেদ সিং জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার (১৭ আগস্ট) রাত ১০টা নাগাদ পোষ্য কুকুরকে নিয়ে হাটতে বেরিয়েছিলেন ব্যাক্সের নিরাপত্তা কর্মী রাজপাল রাজাওয়াত। একই সময়ে তাঁর এক প্রতিবেশীও তাঁর পোঠ কুকুরকে নিয়ে হাটতে বেরিয়েছিলেন। কিছু পরে কুকুরদুটির নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল। দুই প্রতিবেশীর পোষ্য কুকুর দুটি রামারির মধ্য করে। এই নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যেও তর্ক শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। অভিযোগ এরপর, রাজপাল রাজাওয়াতের ককুড়টিকে আঘাত করেছিলেন অপর ব্যক্তি। তাতে রাগে ফেটে পড়েন তিনি।এরপরই তিনি বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁর লাইসেন্স থাকা বন্দুকটি বের করেন। ওই প্রতিবেশীর উদ্দেশে কটু কথা বলতে বলতে প্রথমে বাতাসে গুলি চালাল। এরপর, নীচে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি লোকজনদের দিকে তাক করে গুলি ছুড়তে থাকেন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই জনের, আহত হন আরও ছয়জন। নিহতদের নাম রাহুল ও বিমল। আহতদের নিকটবর্তী এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁর লাইসেন্স থাকা বন্দুকটি বায়োগাণ্ড করা হয়েছে। আরও যে দুজনকে আটক করা হয়েছে, বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আন্দামান সমুদ্র কৈপে উঠল জোড়া ভূমিকম্পে
পোর্টব্লেয়ার, ১৮ আগস্ট : আবারও ভূমিকম্পে কৈপে উঠল আন্দামান সমুদ্র। শুক্রবার দুপুর ১২.০৭ ও ১.০২ মিনিট নাগাদ ৪.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান সাগরে। দিগলিপির থেকে ৪৬৬ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে, পোর্টব্লেয়ার থেকে ২৭৯ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে এবং কাস্টিপবেল বে থেকে ২৭৮

বিগত ৯ বছরে মোদীজির নেতৃত্বে অনেক প্রযুক্তিগত উন্নতি করেছে ভারতঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

বেঙ্গালুরু, ১৮ আগস্ট : বিগত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে অনেক প্রযুক্তিঃগত উন্নতিসাধন করেছে ভারত। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, সেই চেতনায় ৬ডি-প্রিন্টেড বিল্ডিং সাইট নির্মাণ করা একটি মহ উদ্যোগ। শুক্রবার সকালে কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে ভারতের প্রথম ৬ডি প্রিন্টেড পোস্ট অফিস ভবনের শুভ উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী



বৈষ্ণব।এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, এই শহর

সর্বদা ভারতের একটি নতুন ছবি উপস্থাপন করে। এই ৬ডি-প্রিন্ট

পোস্ট অফিস বিল্ডিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা যে নতুন ছবি দেখেছেন তা বর্তমান ভারতের চেতনা। এটিই সেই চেতনা যা নিয়ে ভারত এখন অগ্রসর হচ্ছে...উন্নয়নের চেতনা, আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশের চেতনা যা সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য। এই সবই সম্ভব হয়েছে কারণ দেশের এমন একটি নেতৃত্ব রয়েছে যা নির্ধারক এবং আমাদের জনগণের সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখে।

বুদ্ধ-অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা, জম্মু থেকে রওনা পুণ্যাথীদের প্রথম দল

জম্মু, ১৮ আগস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরে ১১ দিন ব্যাপী বার্ষিক বুদ্ধ-অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভূমি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আর

শুক্রবার ভোরে তীর্থ যাত্রীদের প্রথম দলটি জম্মুর ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে রওনা দিয়েছে। এই যাত্রা চলবে চলতি মাসের শেষ পর্যন্ত।বাবা বুদ্ধ-অমরনাথ মন্দির

স্থানীয়ভাবে চট্টানিবাবা অমরনাথ মন্দির নামে পরিচিত। প্রতিবছর বহু মানুষ এই মন্দির দর্শনে আসেন। এডিজিপি (জম্মু) মুকেশ সিং বলেছেন, শুক্রবার থেকে শুরু

হওয়া বুদ্ধ অমরনাথ যাত্রার জন্য সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ১১ দিন চলবে এই যাত্রা। সমস্ত পুণ্যাথীদের তাঁদের যাত্রার জন্য শুভেচ্ছা রইল।

মণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা ইয়েচুরি, ১৮-২০ আগস্ট উত্তর-পূর্বের রাজ্য সফরে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দলের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট : ইংিসার আগুনে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া মণিপুর পরিদর্শনে রওনা দল সিপিআই (এম)-এর এক প্রতিনিধি দল। শুক্রবার সকালে দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল মণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। ১৮ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত

মণিপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন সিপি আই (এম) নেতারা। এদিন সকালে সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, আমরা মণিপুরের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে যাচ্ছি এবং তাদের বলব ভারত আপনাদের পাশে আছে...মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা উচিত। শান্তি

পুনরুদ্ধারের জন্য যা যা করা দরকার আমরা তা করব...রাজ্যের পরিস্থিতি বিপজ্জনক এবং দেশের ঐক্যের জন্য এটি নিষত্বগ্ন করা প্রয়োজন ইয়েচুরি ছাড়াও গুই দলে রয়েছেন সিপিআই (এম)-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র টৌরী, অসম রাজ্য সম্পাদক সুপ্রকাশ তালুকদার এবং বাংলা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

সেবলীনা হেমব্রমা।জিতেন্দ্র এবং সেবলীনা দু’জনেই জনজাতি সম্প্রদায়ে।। চূড়চাঁদপুর, মইরাং, ইফলের বিভিন্ন এলাকায় যাবেন ইয়েচুরীরা। একাধিক অন্ত্র শিবিরও ঘুরে দেখার কথা তাঁদের। তাছাড়া একাধিক সামাজিক সংগঠন ও মণিপুরের রাজ্যপালের সঙ্গেও দেখা করার কথা সিপিআই (এম)-এর গুই প্রতিনিধি দলের।

জম্মু-কাশ্মীরের ৮টি ঠিকানায় এনআইএ অভিযান, সোপোরে পুলিশের জালে দুই জঙ্গি মদতদাতা

শ্রীনগর, ১৮ আগস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরে আরও একবার বাস। অভিযানে নামল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)।শুক্রবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ৮টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে

এনআইএ। তল্লাশি অভিযান চলছে জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান এলাকাতেও। এনআইএ জানিয়েছে, বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনের ক্যাভার এবং গুডার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার এবং তাদের সহযোগীদের নির্দেশে বিভিন্ন

ছদ্ম নামে পরিচালিত সন্ত্রাসী এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালানের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের একটি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত এই অভিযান। এ বিষয়ে গত বছরের ২১ জুন একটি মামলা দায়ের করেছিল

এনআইএ।এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরে পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই জঙ্গি মদতদাতা। শুক্রবার সকালে সোপোরে পুলিশ জানিয়েছে, লস্কর-ই-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের দুই গুডার গ্রাউন্ড ওয়ার্কারকে গ্রেফতার করা

চারমাধ্যমের হইচইয়ে যাদবপুর মাত্রা পেলেও সব চূপ অন্ধের ঘটনায়

উত্তর চব্বিশ পরগনা, ১৮ আগস্ট : অন্ধ প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে এ রাজ্যের এক পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে দাবি করা হয়েছে, এগারো তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ওই ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে দাবি করা হয়েছে, এগারো তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ওই ছাত্র।এমনটা মোটেও মানতে রাজি নয় তার পরিবার। ছেলের মৃত্যুর কারণ ব্যাগিং-বলেই মনে করছে তারা। খুন, আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা জানার জন্য সিবিআই তদন্তের দাবিতে রাষ্ট্র পতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মৃতের বাবা।যাদবপুরের পড়ুয়ার মতোই সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে অন্ধপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায়

কে এল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়েছিলেন সৌরদীপ চৌধুরী। স্বপ্নপূরণ তো হয়-ই-নি। মা-বাবা হস্টেলে রেখে আসার ৪ দিনের মাথায় বাড়িতে এসেছে ছেলের মৃত্যুসংবাদ। মৃতের বাবা জানিয়েছেন, গত ১৭ জুলাই, কম্পিউটার সায়ঙ্গে বিটেক করতে মেদিনীপুরের বাড়ি থেকে ছেলেকে অন্ধপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার কে এল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করেন। ২০ জুলাই ফিরে আসেন তাঁরা। ছেলের সঙ্গে একাধিকবার কথা হওয়ার সময়, সে ভালই আছে বলে গণ্য হয়েছিল।মৃত সৌরদীপের বাবার দাবি, ২৪ জুলাই অর্থাৎ ছাত্রদায় দিন, সকাল ৬টা ও দুপুর দেড়টা নাগাদ ছেলের সঙ্গে কথা হয়। এরপর, দুপুর ৬টে ২৭-এ ছেলের মুঠোফোন থেকে আসা এসএমএস-এ লেখা ছিল ‘টা

টা’। পরে ঢোকে ৬টে ৪১ মিনিটে। যেখানে লেখা ছিল- ভাল থাকবে তোমরা। তখন মেসেজটি দেখেননি তিনি। ৭ মিনিটের মাথায় অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে- ১১ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করেছে আপনাদের ছেলে।পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর ওখানে গেলে তাঁকে ছেলের হস্টেলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এফআইআর দায়েরের জন্য থানায় যেতে চাইলে, সেখানে যে পুলিশ কর্মীরা ছিলেন তাঁরা সাদা পাতায় অভিযোগ লিখতে বলেন। মৃত পড়ুয়ার বাবার প্রশ্ন, ছেলের মৃত্যু ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তে কে ফোন করেছিলেন? কেন তাঁদের হস্টেলে যেতে দেওয়া হল না? ৬ দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল, তাহলে তাঁর ছেলের পোশাকে কীভাবে কাদা-মাটি

লাগেনি?তাঁর দাবি, নিরাপত্তারক্ষী জানিয়েছিলেন, দুপুরে সবাই বিশ্রাম নেওয়ায়, কোনও ছাত্র তাঁর সন্তানের মৃতদেহ ছাড়েনি। ছেলে সন্তানের থেকে ঝাঁপ দেখা। অথচ ছেলে যে ঘরে থাকত সেখানে ব্যালকনি ছিলই না।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যখন সৌরদীপ ঝাঁপ দেন, তার হাতে ফোন ছিল। কিন্তু তার বাবার প্রশ্ন, যে ফোন পরিবারের হাতে দেওয়া হয়, ১১ তলা থেকে পড়ার পরও তা অক্ষত থাকে। সৌরদীপ দেহ দেখে মনে হচ্ছিল তাকে মারা হয়েছে বা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।সন্তান হারানোর শোক মিলিয়ে দিয়েছে নদিয়া, আর পশ্চিম মেদিনীপুরকে। দুই পরিবারেরই দাবি এখন একটাই, দোষীরা যেন কঠোর শাস্তি পায়।

ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, যা দেশের মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৮ আগষ্ট : ভারত বৈচিত্র্যের দেশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একাই আমাদের পরিচয়। এই বৈচিত্র্য বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ‘ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর মন্ত্র দিয়েছেন। আমরা এমন এক ভারতের রক্ননা করছি, যেখানে প্রতিটি ভারতীয় জীবনযাপনের উন্নত মান নিয়ে সজাগ। দেশের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে, এমনকি সামাজিক কঠামোর শেষ প্রান্তে যারা রয়েছেন, তাদের কাছেও উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার যুোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ভারত সরকার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ।ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, যা দেশের মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ । এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী আমাদের দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ‘ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ হবে না’ । ভারত সরকার আদিবাসীদের নৈতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং উপজাতীয় সংগঠনগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে আদিবাসীদের স্বাস্থ্যায় ও উন্নয়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ।সিকল সেল রোগ ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ । এটি এমন এক জটিলতর অসুখ, যেখানে কোনো ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকা বিকৃত হয়ে কয়েক মতো আকার ধারণ করে । এই রোগটি সাধারণত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় । এর জেরে তাদের ভবিষ্যত এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে । তাই সময় মতো

এই রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা একান্ত আবশ্যক । পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই জিনঘটিত রোগ প্রতিরোধের তেজন জোড়ার প্রয়াস চালানি। তাই ইতালি, জাপানের মতো বিভিন্ন দেশে যেখানে এই রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে, সেখানে ভারত এখনও এরসঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । দেশ থেকে সিকল সেলের আভিষাণ নির্মূল করতে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে ‘ সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশন প্রচারা ২০৪৭ ’ - শীর্ষক জাতীয় প্রশারিভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে । এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি হৃদয়বাহী কৃতজ্ঞতা মননহয়ে সিকল সেল রোগ দূভাবে থাকতে পারে । এরমধ্যে একটিতে রোগের কোলা উৎসগ্ন দেখা যায়না, আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিকল সেলের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ হয়। দেশের ১৩টি রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উপজাতীয় সংগঠনগুলির সম্পর্কে মহারাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ বেশি । চারটি রাজ্য বিহার, অসম, উত্তরাখন্ড এবং উত্তরপ্রদেশও এর আধায়ে একজন সিকল সেল সিকল সেল ডিজিজে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ব্যাথা, ক্লান্তি, রক্তাক্ততা সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সমসয়ার সম্মুখীন হন, যা তাঁর জীবনযাত্রার ওপর গভীর ছাপ ফেলে । সিকল সেল জনিত রক্তাক্ততা দূর করার জন্য দুধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় । প্রথম পদ্ধতি প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়ে সদ্যোজাত শিশুরা যাতে এতে আক্রান্ত না হয় তা নিশ্চিত

করার চেষ্টা চালায় । দ্বিতীয় পন্থায় যারা ইমেট্রায়েই এই রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয় । সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা মাতো খাবাথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক পরিকার্যামো গড়ে তোলা হচ্ছে ।সিকল সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুজন ব্যক্তি যদি একে অপরকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা থাকে । তাই বিয়ের আগে সিকল সেলের পরীক্ষা করলে এই রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব । রক্তাণ্ডুলি এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রককে সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ১৭টি রাজ্যের প্রায় ২০০টি জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিকল সেল আক্রান্তদের চিহ্নিত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় ৪০ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হবে । বৃহ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হবে ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল রোগ নির্মূল করা । চিহ্নিত করার পর সিকল সেল আক্রান্তদের স্থানীয় ভাষায় ম্যার্টার্ড প্রদান করা হবে । ভাষায় একজন সিকল সেল সিকল সেল রোগের প্রকোপ রয়েছে, যা কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারির মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । অন্যান্য রোগের সঙ্গে সিকল সেল রোগ নির্মূলে এই কেন্দ্রগুলি পরিচাল্যামো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত জুন মাসে মধ্যপ্রদেশে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের সূচনা করবেন । সিকল সেল অ্যানিমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই উদ্যোগ অপরিসীম শক্তি যোগাবে । সিকল সেল রোগীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে ।এই মিশন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল করার পথ প্রশস্ত করবে বলে আমরা বিশ্বাস । এরফলে দেশের ঐতিহ্যকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও অস্তিত্ব রক্ষাও সুনিশ্চিত হবে ।

সংগঠন, উৎসর্গ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী বিজেপি সম্মিলিত দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যায়ঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী



নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট : সংগঠন, উৎসর্গ ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করে বিজেপি সমাষ্টগত মূল্যবোধের সঙ্গে সম্মিলিত দায়িত্ব নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ-তে ক্ষেত্রীয় পথ্যায়েত রাজ পরিষদে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা সংগঠনে বিশ্বাস করি, আমরা মূল্যবোধে বিশ্বাস করি, আমরা উসর্গে বিশ্বাস করি এবং আমরা সমাষ্টগত মূল্যবোধের সঙ্গে সম্মিলিত দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাই এবং আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দক্ষতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করি।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দায়িত্ব যাই হোক না কেন, আমাদের সক্ষমতা বাড়তে হবে। আমাদের অবশ্যই একে অপরের কাছ থেকে শিখতে হবে। আপনাকদের অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে ও যোগাযোগ রাখতে হবে, আপনারা এলাকায় কী ঘটছে তা একে অপরকে জানাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি যত মজবুত হবে, প্রতি মুহূর্তে আমরা তত বেশি গণতন্ত্রে বাস করতে পারব। আমরা সর্বাধিক জনসমর্থন পাব, এবং আমরা নতুন উচ্চতা অর্জন করব।

ওয়াই-২০ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন যোগী ও অনুরাগ, ৪-দিন ধরে চলবে এই সম্মেলন

বারাণসী, ১৮ আগস্ট : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর শুক্রবার বারাণসীর সিপ্রার রুদ্রাক্ষ কলেভেনশন সেন্টারে প্রলীপ ছািলয়ে জি-২০-এর ওয়াই-২০ (ইয়ুথ কনফারেন্স) উদ্বোধন করেন। ই কনক্রেতে বিদেশী তরুণ অতিথিদের কাশীর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি দুই মিনিটের ছোট ভিডিও দেখানো হয়।চার দিনের এই কনক্রেভটি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর উদ্বোধন করেন। এই কনক্রেভে জলবায়ু পরিবর্তন, কাজের ভবিষ্যত, শিল্প, উদ্ভাবন, যুদ্ধ ছাড়া একটি যুগের সূচনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, স্বাস্থ্য, যুবকদের খেলাধুলা, যুবকদের জন্য নতুন এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

যমুনার জলস্তর আরও নীচে নামল

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট : দিল্লিতে বিপদসীমার আরও নীচে নেমে গিয়েছে যমুনার জলস্তর। শুক্রবার সকাল ৭টা নাগাদ দিল্লিতে যমুনার জলস্তর নেমে ২০৩.৯২ মিটারে পৌঁছে যায়, যা বিপদসীমার অনেকটাই নীচেই। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লিতে যমুনার জলস্তর রেকর্ড করা হয়েছিল ২০৪.৪৯ মিটার, শুক্রবার সকালে তা অনেকটাই কমে গিয়ে ২০৩.৯৭ মিটারে পৌঁছেছে।উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাত দশটা

মেসিকে ঘিরে নতুন লিগ করার পরিকল্পনা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার

নিউইয়র্ক, ১৮ আগস্ট : সকারদের দেশে মেসি উদ্মাদনার চলার মাঝেই নতুন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল কর্তৃপক্ষ। মেজর লিগ সকারের লিগস কাপের মূল্য বেড়েছে কয়েকগুণ। আর তা দেখেই মেসিকে ঘিরে নতুন একটি টুর্নামেন্ট করার কথা ভাবছে দেশটির ক্লাব ফুটবল কর্তৃপক্ষ। এখন দুই আমেরিকা মহাদেশের ফুটবল কর্মকর্তারা আলোচনা করছেন- উত্তর আমেরিকার লিগ কাপ, কনকা চ্যাম্পিয়ানশিপ, দক্ষিণ আমেরিকার কোপা লিবারতোদেরেস এবং কোপা সুদামেরিকানা বিশ্বকী ক্লাবগুলোকে নিয়ে আলাদা একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের।মেসির আগমণে এমএলএসে যে বিপ্লব এবং উদ্মাদনা তৈরি হয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে ফুটবল কর্মকর্তারা ভাবছেন বিশ্বসেরা ফুটবলারের উপস্থিতিকে অনুরো কীভাবে কাজে লাগানো যায়। আর সে চিন্তা ভাবনা থেকেই নতুন এই টুর্নামেন্টের উদ্ভব হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে কনমেনল প্রেসিডেন্ট আলোজান্দ্রো ডিমস্কেজকে এই টুর্নামেন্টের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা যায়। কনকাকফ এর কনমেনল বিলে আগামী জানুয়ারিতেই আয়োজন করতে চায় চারদলের নতুন একটি টুর্নামেন্ট । যদিও টুর্নামেন্টটির ব্যাপারে এখনও পুরোপুরি সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আলোচনা যতদূর এগিয়েছে, তাতে আগামী জানুয়ারিতে নতুন এই টুর্নামেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অনিকেত ব্যানার্জির ক্যারাটে প্রতিযোগিতার সফলতায় গৌরবমন্ডিত হুগলি জেলা

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলিঃবয়স মাত্র আট ছুঁয়েছে । চতুর্থ শ্রেণীর ছোট পড়ুয়া ছাত্র অনিকেত ব্যানার্জী, যার সাফল্যে সমগ্র দেশের মুখ উজ্জ্বল আছ। সম্প্রতি নেতাঞ্জী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম ইন্টারন্যাশনাল কেরাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। জানা গেছে মোট আটটি দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলা সম্পন্ন হয় , যেখানে হুগলি জেলার কোলগর কানাইপুর অঞ্চলের ছোট খুদে ছাত্র বর্তমানে নবগ্রাম টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের পড়ুয়া অনিকেত ব্যানার্জী ৯নং কাতায় খেলে স্বর্ণ পদক লাভ করে সকলের নজর এতেই তিভিসয় গড়েছে এবং দেশের লম্বা কলে ছোট অনিকেত। এই খবর ছাট্টে পাতে সমগ্র হুগলি জেলায় খুশির তহা গৌরবের বলক দেখা যায়। গত ১৬ ই আগস্ট যুব কল্যান ও ক্রীড়া শতবর্ষের সহযোগিতায় কানাইপুর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নেতাঞ্জী সপোর্টারিং ক্লাবের মাঠের বাদাম তলায় যে বার্ষিক ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে ছোট অনিকেত কে সর্বধনা জানান কানাইপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আছে লালা যাদব মহাশয়, বর্তমান প্রধান কনিকা ঘোষ , রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মহেশশঙ্কি চক্রবর্তী, ও পঞ্চায়েত সদস্য ও ব্লক সভাপতি নন্দ দুলাল নন্দর সহ বিশিষ্ট মুখ্য ব্যক্তিত্ব বর্গ। ছোট অনিকেত কে পুষ্প শুভক, উত্তরীয় ও মেমেটো দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন অনিকেতের পরিবারসহ এলাকার অধিবাসীবৃন্দ। প্রধান তার বক্তব্যে জানান যে অনিকেতের সাফল্যে সমগ্র কানাইপুরবাসী আজ গর্বিত। দেশের হয়ে খেলেছে অনিকেত, ও স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। ছোট অনিকেত তার মত প্রকাশ করে বলে তার এই খেলায় সফলতার, পিছনে তার প্রশিক্ষক শ্রী শুভধর দাস মহাশয়ের অমূল্য অবদান রয়েছে। তার প্রশিক্ষকই তার কাহী চূড়ান্ত প্রেরণা এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার এক দিশা, আরঅনিকেত এই সফলতায় প্রশিক্ষকের ধন্যবাদ প্রদান করেন।অনিকেতকে খোয়া উৎসাহ দেন অনিকেতের মা অর্পিতা ব্যানার্জী, নিজের পড়াশুনো সামলে অনিকেত কে লেগার চর্চা ও মনে জেতার মানসিকতা গড়ে তুলেছেন তিনি প্রতিনিয়ত। শুধু প্রতিযোগিতা স্থলে নয় প্রতিদিনের ক্যারাটে ক্লাসে তার মা-ই তাকে নিয়ে যায় উৎসাহ দান করে চলে প্রতি মুহূর্তে প্রতিনিদ। আগামী দিনে অনিকেত জার্মানি তে ইস্কা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ (কিং কবিন) খেলার প্রস্তুতিকে লক্ষ্য করে তার চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাছাড়া ডিসেম্বরে ২৩ ও ২৪ তারিখে বিশ্বাযুগপ্তনমে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফেডারেশনসই কাপ সেই বিশেষ বিখ্যাত খেলায় অনিকেত অংশ গ্রহন করতে চলেছে আগামী দিনে। খুদে অনিকেতের মুখের সফলতার হাসি সদা জাগ্রত। সমগ্র, কোলগর অঞ্চল তথা কানাইপুরের মানুষের কাছে অনিকেত আনন্দের ও গর্বের।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা, ১৯ আগষ্টঃশনিবার, ১ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৯আগষ্ট ২০২৩, ৫৬৩ চৈতন্যদ, কলিঃ৫২২৩, সৌরঃ ১ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ ময়সুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বৃদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিঙিলঃ১ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিব, আসামঃ২৬ চ'ত্, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১ঃ৬৫ ২০(৮)।শুক্র পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভাদ্র) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৮৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বস্করণঃবহিঃজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৬৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅভিজ্ঞও অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০ঃ৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫ঃ৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩ঃ২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১ঃ২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫ঃ২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩ঃ৬ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ৫ঃ২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২ঃ৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃঃ৫ঃ১ঃ৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩ঃ২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪ঃ৪ঃ২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩ঃ৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১ঃ২ থেকে - ১০ঃ৪ঃ৪ঃ২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০ঃ৪ঃ২ থেকে - ১১ঃ৩ঃ৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪ঃ৪ঃ২১ থেকে - ১০ঃ১ঃ৪ঃ৫ পর্যন্ত।গ্রন্থকৃত (সূর্য উদয় কালীনা)ঃরবিঃ১১ঃ২ঃ৪ঃ৬১৯ (২৭) ৩ পদসংখ্যঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৬) ২ পদবৃৎঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃক্ষপতিঃ ১০২৯৪২২২৩ (২৫) ৬ পদশুক্রঃ ১০৮৭৭৩ (২৪) ১ পদশুক্রঃ ৯২৫৪৩০ (২৩)

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার মানসিক ভারসাম্য হীন এক যুবক

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়,জয়নগর,১৮ আগস্ট : জয়নগর থানার পুলিশের তপরতায় উদ্ধার মানসিক ভারসাম্য হীন এক যুবক। তুলে দেওয়া হলো পরিবারের হাতে শুক্রবার উওর ২৪ পরগনার দণ্ডপুকুর থানার কদম্বগাছির কাজিরাহিাট এলাকার ১৯ বছরের আসলাম হাবিব নামে এক যুবক গত ১৫ ই আগাস্ট স্বাধীনতার দিন থেকে নির্খোঁজ হয়ে যায়। নির্খোঁজ এ যুবকের পিতা আক্রম আলি ঐন্দির্নই ছেলেকে না পেয়ে কদম্বগাছি পুলিশ ফাঁড়িতে নির্খোঁজের অভিযোগ জানান। আর ১৭ ই অগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার জয়নগর মজির্পপুর পৌসরভার তিলিগাড়া এলাকায় একটি যুবককে অসংলগ্ন অবস্থায় দেখতে পেয়ে এলাকার মানুষ

জিঞ্জাসাবাদ করে এবং সেই সময় ওই এলাকায় উপস্থিত স্থানীয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সুদীপ প্রামানিকের নজরে আসা মাত্র সে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে এ যুবককে। আর জয়নগর থানার এস আই চন্দ্রনাথ মন্ডল এ মানসিক ভারসাম্যাহীন যুবককে বারংবার জিঞ্জাসাবাদ করে কদম্বগাছির সন্ধান পান। আর তার পরেই জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটাঙ্গী উওর ২৪ পরগনার দণ্ডপুকুর থানায় যোগাযোগ করলে নিখোঁজ এ যুবকের সন্ধান পেয়ে যান।আর তাঁর পরেই শুক্রবার বেলায় জয়নগর থানায় নির্খোঁজ থাকা এ যুবককে র কাকা ও তিন জন প্রতিবেশি তাদের নিখোঁজ থাকা যুবককে নিতে



চাষাবাদের কাজ করে। ভাইপো পড়াশোনা করে নি।আগে কোনোদিন নিখোঁজ হয় নি। ইন্দানীং মাথার কিছুটা পবলেম দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে সে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতো।কিন্তু আচমকা

স্বাধীনতা দিবসের দিন সকাল থেকে ভাইপোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমরা এদিক ওদিকে অনেক খুঁজে ওকে না পেয়ে স্থানীয় দণ্ডপুকুর থানার কদম্বগাছি পুলিশ ফাঁড়িতে নির্খোঁজের অভিযোগ জানাই। আর বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানা থেকে খুঁজে পাওয়ার খবর পেয়ে শুক্রবারই গাড়ি নিয়ে ভাইপো কে নিতে চলে আসি জয়নগরে। আর ভাইপোকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য জয়নগর থানার আই সি সহ সকল পুলিশ কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। এদিন এ যুবককে নিতে আসা এক প্রতিবেশী মহঃ ফিরোজ আহমেদ ও এদিন জয়নগর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান তাদের ছেলেকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য।

খোলা হল বিজেপির যুব মোর্চার মঞ্চ, রাস্তাতেই বিক্ষোভ কর্মীদের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট : খুলে ফেলা হল রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের ধারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিজেপি যুব মোর্চার মঞ্চ। বৃহস্পতিবার ওই ধর্না মঞ্চেই শুভেদ্দু অধিকারির ভাষণের পর সংঘর্ষ বেধেছিল। শুক্রবার বিজেপি ১২ জনকে প্রেক্ষতার করেছে পুলিশ। যদিও পুলিশের তরফে এ ব্যাপারে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। শুক্রবার সেখানে যুব মোর্চার কর্মসূচিও ছিল। তার আগে সেই মঞ্চ খুলে দেওয়া হয়। যুব মোর্চার অভিযোগ, পুলিশ তাদের কর্মসূচির অনুমতি বাতিল করে মঞ্চ খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে ধর্না মঞ্চের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন যুব মোর্চার কর্মীরা। মোর্চার তরফে দাবি, ১৯

অগস্ট পর্যন্ত কর্মসূচির কথা জানিয়ে যাদবপুর থানা থেকে মঞ্চ বাঁধার আবেদন করা হয়েছে।

অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার আচমকই পুলিশের তরফে অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হয়। আখ যণ্টার মধ্যে মঞ্চ খুলে ফেলার নির্দেশ ফেলার মধ্যে বর্ণেখিলা বিস্তু সেখানে ভিড় ছিল না। ভয় পেয়েই রাজ্য সরকার পুলিশকে মঞ্চ খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে।”

হয় বলে জানানো হয়েছে যুব মোর্চার তরফে। যদিও পুলিশের বক্তব্য, এই



ধরনের কোনও অনুমতিই দেওয়া হয়নি। যুব মোর্চার সভাপতি হন্দ্রনীল খাঁ বলেন, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল আমাদের মঞ্চ থিরে। তুলমূলও মঞ্চ বর্ণেখিলা বিস্তু সেখানে ভিড় ছিল না। ভয় পেয়েই রাজ্য সরকার পুলিশকে মঞ্চ খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে।”

যাদবপুরের ঘটনায় ধৃতদের প্রত্যেকেরই বয়ানে কিছু না কিছু অসঙ্গতি রয়েছে

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা ১৮ আগস্ট যাদবপুরের ছাত্রমৃত্যু কান্ডে এখনো পর্যন্ত মোট ৯ জনকে প্রেক্ষতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের প্রত্যেকেরই বয়ানে দেখা যাচ্ছে কিছু না কিছু অসঙ্গতি, যে কারনে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ঘটনার দিন অর্থা ৯ অগস্ট ঠিক কী ঘটেছিল যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের মেন হোস্টেলে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার যাদবপুরকাণ্ডে প্রেক্ষতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সপ্তক কামিলা্যাকে নিয়ে আসা হল যাদবপুর মেন হস্টেলে। পুলিশ সূত্রে খবর, সপ্তককে নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই হস্টেলে ৯ অগস্ট রাতের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুতে এখনও পর্যন্ত প্রেক্ষতার ন’জনই এখন পুলিশ হেফাজতে। তাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে জিঞ্জাসাবাদও করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ন’জনের বক্তব্যে অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। একেক জন একেক রকম কথা বলছেন বলেও দাবি পুলিশের। সত্যের খোঁজেই তাই ধৃতদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে হস্টেলে নিয়ে গিয়ে ঘটনাটির পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এর মধ্যে শুক্রবার সপ্তককে নিয়ে আসা হল মেন হস্টেলে। এর পর বাকি আট জনকেও আলাদা আলাদা ভাবে নিয়ে আসা হবে। প্রত্যাকের কাছেই জানতে চাওয়া হবে, গত ৯ অগস্ট রাতে ঠিক কী ভাবে কী হয়েছিল? কে কোথায় ছিল? কোন ঘরে ইস্ট্রো নেওয়া হয়েছিল ওই প্রথম বর্ষের ছাত্রের?

রাজ্যে পাউরুটির দাম ফের বাড়ছে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট : রাজ্যে পাউরুটির দাম ফের বাড়ছে। আগামী ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে ৪০০ গ্রাম পাউরুটির দাম ২ টাকা করে বাড়ছে বলে বেকারি সংগঠনের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে ৪০০ গ্রাম পাউরুটির দাম ২৮ টাকা থেকে বেড়ে হবে ৩০ টাকা। বেকারি মালিকদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার আরিফুল ইসলামের দাবি গমসহ পাউরুটি তৈরির অন্যান্য কাঁচামালের দাম এবং শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে যাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে তাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের উপরে চাপ বাড়াতে চান না বলেই মাত্র ২ টাকা বাড়া বোঝা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে শিল্পের সমাধানে কর্মসূচীতে রাজ্যজুড়ে মোট দুই হাজার ৩৯০টি শিবিরের আয়োজন করেছে।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি

দল রাজ্যে এসেছে

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা ১৮ আগস্ট : কেন্দ্রের পি এন কিষান প্রকল্প নিয়ে খোঁজখবর নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছে। তিন সদস্যের এই প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই পূর্ব বর্ধমানের মন্তুশ্বর ও কাটোয়া ব্লকে গিয়ে প্রকল্প নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে অডিট করার কাজ শুরু করেছে বলে নবাম সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপরে তারা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে প্রকল্প নিয়ে অডিট করে দিল্লিতে সেই রিপোর্ট জমা দেবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের বছরে মোট তিন দফায় ছয় হাজার টাকা দেয়।

রেল স্টেশনেই মিলবে ওষুধ, কোন কোন স্টেশনে পাবেন এই সুবিধা? জেনে নিন

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট : এবার জীবনদায়ী ওষুধ মিলবে দেশের ৫০টি স্টেশনে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ট্রেন ব্যবহার করেন। দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা নেহাত কম নয়।এই যাত্রা পথে যেকোনো রকম মেডিকেল ক্রাইসিস এ।।তে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় রেল। রেল মন্ত্রক উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে রেল স্টেশনেই পাওয়া যায় ওষুধ। তাও আবার অনেক সস্তায়! ৫০টি স্টেশন বেছে নেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। রেল সূত্রে খবর, সস্তায় ওষুধ যাতে মেলে, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী জন ওষধি কেন্দ্র খোলা হচ্ছে একাধিক স্টেশনে। ইতিমধ্যেই স্টেশনের তালিকা বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য মেডিক্যাল স্টোরের মালিকদের লাইসেন্স থাকা প্রয়োজন। যে সব স্টেশনে জন ওষধি কেন্দ্র খোলা হবে, সেই তালিকায় থাকছে– দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, বীরাহন্দ্রনা লক্ষ্মী বাই, লখনউ, গোরক্ষপুর, বেনারস, মথুরা, ঋষিকেশ, কাশীপুর, দ্বারভাঙা, পাটনা, কাটিহার, জম্শির–নাইলা, বাগবাহরা, সিনি, আন্ধ্রলেশ্বর, মেহসানা, পেশ্‌বা রোড, রতলাম, মদন মহল, বিনা, সওয়াই মাধোপুর, ভগত কি কোঠি, ফাগওয়াড়া, রাজপুর।।

উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক কর্মচারীদের সম্ভাবনা দিবসের শপথ পাঠ করান



গোরখপুর, ১৮ অগাস্ট : সম্ভাবনা দিবস উপলক্ষে, উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক, শ্রী চন্দ্র বীর রমন ১৮ অগস্ট, ২০২৩-এ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রেলের আধিকারিক ও কর্মচারীদের সম্ভাবনা দিবসের শপথ পাঠ করান। জেনারেল ম্যানেজারের অফিস প্রাঙ্গণ, গোরখপুর। এই উপলক্ষে তিনি সমস্ত রেলকর্মীকে র্বণ, গোষ্ঠী, অঞ্চল, ধর্ম বা ভাষার কোনও বৈষম্য ছাড়াই সমস্ত ভারতীয়দের মানসিক একী এবং কল্যাণের জন্য কাজ করার শপথকারী পাঠ করান। রেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওই সৌন্দর্য্যনের আশ্র, না নিয়ে সংলাপ এবং সাংবিধানিক উপায়ে সকল মতভেদ নিরসনের শপথ নেন। অনুষ্ঠানে সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব নীলমণিসহ সাধারণ প্রশাসন, ভিজিলাস, জনসংযোগ, নিরাপত্তা, পরিসংখ্যান ও দক্ষতা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসক হিসেবে ২ বছর পূর্ণ করলেন সুজয়, এই উপলক্ষে হাওড়াবাসী পেতে চলেছেন নতুন দুটি উপহার

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ আগস্ট : ২০২১ এর ১৮ আগষ্ট। হাওড়ার পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। এদিন শুক্রবার ছিল ১৮ আগষ্ট, ২০২৩। তিনি তাঁর কার্যকালের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ করলেন। হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসকের দায়িত্ব ২ বছর সম্পূর্ণ করে এদিন থেকে তিনি ৩য় বছরের শুভারম্ভ প্রাশসন, ভিজিলাস, জনসংযোগ, নিরাপত্তা, পরিসংখ্যান ও দক্ষতা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নতুন

দুটি কাজের অঙ্গীকার করেন। যার মধ্যে একটি হলো শহরের প্রাগকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হাওড়া ময়দান সংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্য্যন করা। এবং অন্যটি হলো গঙ্গাপাড়ের সৌন্দর্য্যয়নের লক্ষ্যে গ্র্যান্ড ফোরশোর রোডকে সাজিয়ে তোলা। হাওড়া পৌরনিগমের ওই সৌন্দর্য্যয়নের বিষয়ে মন্ত্রী অরুণ রায়, নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী, জেলাশাসক মুক্তা আর্থ সহ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন সুজয় চক্রবর্তী।



ওই বৈঠকেই সেই কাজের প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি হয়েছে। সুজয়বা

বলেন, হাওড়া ময়দান চত্বরে পর্থাণ্ড গাছের চারা রোপন করা, রাস্তায় বাহারি আলো লাগানো, আলাদা সেলফি জোন করা, বড় এলইডি স্ক্রিন লাগিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জন্মুখী প্রকল্পগুলিকে তুলে ধরা, রাস্তার ধারে বসার বেঞ্চের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ করা হবে। আজ শনিবার নগরপাল

প্রবীণ ত্রিপাঠী, জেলাশাসক মুক্তা আর্থ সহ পুর আধিকারিকদের নিয়ে হাওড়া ময়দান চত্বর পরিদর্শন করা হবে। এই বিষয়ে হাওড়া পৌরনিগমের তরফ থেকে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথাবার্তা বলা হবে। এর পাশাপাশি গঙ্গা পাড়ের সৌন্দর্য্যয়নও করা হবে। এই কারণে হাওড়ার গ্র্যান্ড ফোরশোর রোড সাজিয়ে বোলা হবে। গঙ্গার পাড় বরাবর বৃক্ষরোপণ সহ একাধিক ব্যবস্থা করা হবে।

হাওড়া পৌরনিগমের চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER		
ABRIDGED NIT		
The Executive Engineer (Water Supply) Central, KMC invites e-tender for the following works (submission of bid through online): (1) NIT No. : KMC/EE/CENT/13/23-24/03 Name of the Work: Restoration of F.W. supply at 7 No. Adhar Chandra Das Lane, 8/1/1 Gurudas Dutta Garden Lane, and its surrounding areas by replacing 150 mm dia. and 100 mm dia. service main in Ward No. 13. Estimated Amount: Rs. 4,85,953.30. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of online submission of bid: 21.08.2023 at 5 p.m. Tender will be opened on: 23.08.2023 at 3 p.m. The bid forms and other details will be available on and from 15.08.2023 at 10 a.m. from the website https://wbtdenders.gov.in (2) NIT No. : EE/WS/C/MAN/29/1/2023-2024 Name of the Work: Replacement of 100 mm dia. service main 103 Narkel Danga North Road and its surrounding areas in Ward No. 29. Estimated Amount: Rs. 2,66,131.33. Earnest Money: Rs. 5,500.00. Period of Completion: 20 days. Last date and time of online submission of bid: 07.09.2023 at 5 p.m. Tender will be opened on: 13.09.2023 at 1 p.m. The bid forms and other details will be available on and from 31.08.2023 at 9 a.m. from the website https://etender.wb.nic.in The Executive Engineer (W/S) Br.-XVI, KMC invites e-tender for the following work: NIT No. : KMC/WS/JOKA/17/2023-24 Name of the Work: Development of work by laying of 100 mm dia. D.I. pipe line at D. Park from Premises No. 8/1/1 to 8/7 (upto Boundary Wall of G. Valley) Anny Sarani from Premises No. 2 to 2/1 and 48 to 54/3, Baruipara from Premises No. 96 to 31/20/1 in Ward No. 144. Estimated Amount: Rs. 2,49,116.33. Earnest Money: Rs. 5,000.00. Period of Completion: 17 days. Last date and time of submission of bid: 05.09.2023 at 6 p.m. Tender will be opened on: 08.09.2023 at 1 p.m. The bid forms and other details are available on and from 24.08.2023 at 11 a.m. from the website https://wbtdenders.gov.in The Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC invites e-tender for the following works: (1) NIT No. : KMC/WS/W77-09/T-18/23-24 Name of the Work: Maintenance of existing service main to restore the F.W./U.F.W. supply as damaged by the drainage work near 6 Ibrahim Road in Ward No. 77. Estimated Amount: Rs. 2,45,322.00. Earnest Money: Rs. 4,950.00. Period of Completion: 15 days. (2) NIT No. : KMC/WS/W77-08/T-17/23-24 Name of the Work: Jacketing of the damaged portion of existing 675 MM dia U.F.W. C.I. main near 70/4 D. H. Road in Ward No. 77. Estimated Amount: Rs. 1,96,427.00. Earnest Money: Rs. 3,950.00. Period of Completion: 4 Days. Last Date and Time of receipt/ opening of Tender(Online): 02.09.2023 at 11 a.m./04.09.2023 at 11 a.m. [For SI. No. 1 & 2]. The bid forms and other details are available from the website https://wbtdenders.gov.in [For SI. No. 1 & 2]. (3) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-01/23-24 Name of the Work: Proposed link connection by 150 MM dia D.I. pipe from replaced boring at 2 (Plot) and 5 (Plot) Tiljala Lane in Ward No. 66. Estimated Amount: Rs. 2,91,344.00. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 12 days. (4) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-02/23-24 Name of the Work: Maintenance of F.W.S/ Mains by cutting-flushing, ferrules washing, changing of G.I. pipes with some ancillary works at 13, 46P S. Roy Road, 60/3 G. J. Khan Road, 101 P. G. Road, 42 Tiljala Lane and different locationse in Ward No. 66. Estimated Amount: Rs. 2,50,606.00. Earnest Money: Rs. 6,200.00. Period of Completion: 9 days. (5) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-03/23-24 Name of the Work: Restoration of F.W. supply by cutting flushing method, washing of ferrules, replacing of G.I. pipes and other allied works at 7B, 7A/2, 3F P.G. 3rd Lane, 33 Tiljala Lane, 44/7A C. N. Roy Road etc. in Ward No. 66. Estimated Amount: Rs. 2,37,103.00. Earnest Money: Rs. 4,800.00. Period of Completion: 11 days. Last date and time of receipt/opening of tender (online): 02.09.2023 at 1 p.m./04.09.2023 at 1 p.m. [For SI. No. 3 to 5]. The bid forms and other details are available from the website https://etender.wb.nic.in and http://wbtdenders.gov.in [For SI. No. 3 to 5]. The Executive Engineer (Water Supply/ GRWW), KMC invites e-tender for the following works: (1) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/16 Name of the Work: Repairing and renovation of compressor Air Control system with replacement of worn out spare parts of control desk of filter Bed No. 1 at WTP-III, GRWW. Estimated Amount: Quotation. Earnest Money: Rs. 3,052.00. Period of Completion: 10 days. Last date and time of receipt/ opening of tender (online) : 08.09.2023 at 2 p.m./11.09.2023 at 2 p.m. (2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/27 Name of the Work: Construction of M.S. structural sheds on installed electronic water level indicators of two nos. of SUGRS at the North East side within GRWW clear water complex. Estimated Amount: Rs. 1,61,115.00. Earnest Money: Rs. 3,222.00. Period of Completion: 20 days. (3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/09 Name of the Work: Installation of 300 mm dia. butterfly valve including construction of chamber at South-East Corner of sludge Pond No. 2 of GRWW with other allied works. Estimated Amount: Rs. 1,38,343.00. Earnest Money: Rs. 2,767.00. Period of Completion: 15 days. Last Date and Time of receipt/opening of tender (online) : 08.09.2023 at 2 p.m./10.09.2023 at 2 p.m. [For SI. No. 2 & 3]. (4) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/10 Name of the Work: Construction of pathway at the South West direction of sludge Pond No. 1 of GRWW with other allied works. Estimated Amount: Rs. 1,64,669.00. Earnest Money: Rs. 3,293.00. Period of Completion: 15 days. (5) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/11 Name of the Work: Renovation and restoration of surface drain at the Eastern side of clariflocculator No. 3 of WTP PH-1 adjacent to boundary wall of Eastern side of GRWW clear water complex. Estimated Amount: Rs. 2,42,851.00. Earnest Money: Rs. 4,857.00. Period of Completion: 21 days. (6) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/15 Name of the Work: Strengthening of leaky part of 900 mm dia S.S. Grid opposite State Garrage Gate at Taratala Road with other allied works. Estimated Amount: Rs. 2,00,617.00. Earnest Money: Rs. 4,012.00. Period of Completion: 10 days. (7) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/23 Name of the Work: Laying of 300 MM dia D.I. overflow pipe line from East corner of sludge Pond No. 2 of GRWW and adjacent water body at KMDA Road with other allied works. Estimated Amount: Rs. 2,05,541.00. Earnest Money: Rs. 4,111.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of receipt/opening of tender (online): 02.09.2023 at 2 p.m./04.09.2023 at 2 p.m. [For SI. No. 4 to 7]. The bid forms and other details will be available shortly from the website https://etender.wb.nic.in [For SI. No. 1 to 7].	596/23-24	

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৫৯ সংখ্যা, শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৬০

যাদবপুর এখন উত্তপ্ত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন বেশ উত্তপ্ত। সেখানকার পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চার সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি গড়েছে উচ্চ শিক্ষা পর্ষদ। এদিকে ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ২৪ ঘনটার মধ্যে বারো দফায় প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছে। ইউজিসি। এদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ছাত্র রাজনীতি এই অশান্তির মূল কারণ। রাজনৈতিক দলের নেতারা ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ না করলে এই ধরনের অসন্তোষ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এখন সাধারণ শিক্ষার্থীরাও শুরু করে বিধানসভার নির্বাচন, পুরসভার নির্বাচন, পঞ্চায়েতে নির্বাচন এমনকি ছাত্র নির্বাচনেও অসন্তোষ দেখা দিতে

শুরু করে দিয়েছে। কলেজে কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন কার দখলে থাকবে তা নিয়ে দলাদলি রয়েছে। এক সময়ে বলা হয়েছিল যে ছাত্র ইউনিয়নগুলি তুলে দেওয়া হবে। ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতারা ছাত্র ইউনিয়ন তুলে দিতে রাজি নন। মানে পড়ছে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে ছাত্র সমাজ বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ইংরেজ সরকারকে অস্বীকার করে ছাত্ররা বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তার ফলে বহু শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছিল। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবী দলের নেতারা বিচার করে রাজা সুবোধ মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের স্বাধীনতা প্রেমী করে গড়ে তোলা। ব্রিটিশ সরকারের কোনও সহযোগিতা ছাড়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হতে থাকে এবং সেখানরকার ছাত্ররা স্বাংশি মনোভাবপন্ন হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান শিক্ষালয় স্থাপন করেছিলেন। স্বদেশের ছাত্ররা বিজ্ঞান চর্চা করতে আগ্রহী হোক এই ধ্যানধারণা নিয়ে তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। শুধু মাত্র সাহিত্য চর্চা করলে চলবে না পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চাও করতে হবে। কলকাতায় প্রথম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি সেই সময়ে একশতা টাকার মাইনে গ্রহণ করতেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ দায়িত্ব পালন করার জন্য। তখন ছাত্র আন্দোলন করার একটি মানে ছিল। সেটা হচ্ছে পরাধীন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা। সেই কারণে তৈরি করা হয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজ সরকার ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার পথকে রুখে দিতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ ছিল জাতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল একেবারে বেসরকারি। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তখন বাংলায় ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য নিয়ে চলতো। সেই সময়ে ছাত্র রাজনীতি করার একটি অর্থ ছিল। আজকে দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। পরাধীনতা থেকে দেশ মুক্তি লাভ করেছে।

দেশদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা

নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপরে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে দেশের আদালত। ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুদ্র হয় এমন কোনও আইন বলবৎ করতে চায় না দেশের শীর্ষ অঙ্গন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী নিজেই নাগরিক স্বাধীনতা, মানবাধিকারের পক্ষে সাওয়াল করেছেন। স্বাধীনতার ৭৭ বছরে তিনি ব্রিটিশ জ্ঞানার অপ্রয়োজনীয় বোঝা ছেড়ে ফেলার কথা বলেছেন। কোনও ঔপনিবেশিক আইন ভারতে আর থাকবে না যে আইনগুলি মানবাধিকারকে অপমানিত করে। ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রধানমন্ত্রী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে কেন্দ্র মেনে নিচ্ছে ১৯৪৬খান কড়াকড়ি বর্তমান যুগের সঙ্গে একেবারে অসঙ্গতি। সেটি তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে। তাই এই আইনটি পূর্নির্ববোনা করতে পারে। আদালত নাগরিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। কাজটা খুবই কঠিন। রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা বেশি করা হয়েছিল মোদির আমলেই বলে আইনজীবীরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। অসহিষ্ণুতা বেড়ে যাওয়া নিয়ে অভিযোগ করেন রামচন্দ্র গুহ, মণি রত্নম সহ প্রায় পঞ্চাশ জন। দিল্লিতে ভারত বিরোধী বক্তব্য রাখার অপরাধে সাহিত্যিক অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে মামলা কর হয়েছিল। ইউটিউবতে মোদি এবং কেন্দ্রের সমালোচনা করার অপরাধে প্রবীন সাংবাদিক বিনোদ দুয়ার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মাওবাদী যোগের ভিত্তিকে চিকিৎসক বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। কংগ্রেস নেতা এবং আইনজীবী কপিল সিংসবল বলেছিলেন, প্রায় বেরো হাজার মানুষ রাষ্ট্রদ্রোহী আইনে জেলবন্দি হয়ে রয়েছেন। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো সব বিভিন্ন সংস্থা তথ্য দিয়ে বলছে, ২০১০ সাল থেকে প্রায় ১০,৯৬৮ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় পয়ষট্টি শতাংশে মামলা করা হয় ২০১৪ সালে। কেন্দ্রীয় সরকারের তখন বিজেপি দল। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে গত ছয় বছরের প্রেফতারের সংখ্যা হচ্ছে ৫৮৪জন। মোদি সরকার প্রায় ক্ষেত্রে এই আইনকে প্রয়োগ করে বিরোধী দল নেতাদের কঠকে রোধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এরা কতখানি মানবিক হতে পারে তা নিয়ে নিশ্চয় চিন্তা করছে। মুখে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনকে মানবিক আইন পরিণত করা হবে। কিন্তু কার্যত সেটা কতখ নি হবে তো তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সরকার সমালোকদের মুখ বন্ধ করতে এই আইনকে কাজে লাগাতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের উন্নয়ন নিয়ে কোন কথা বলছে না সরকার।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুন্ন ও অগ্নাহত রাখিয়া জীবন ও বুদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহাইহা সংসঙ্গী।
আত্মঃ সর্বেষাং হি জীবনবর্ধনাধীণম পরো যঃ স এব সংসঙ্গী অর্থাৎ আমি সংসঙ্গী তার মানে আমি প্রতিপ্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। বাই যে যার কপালে কাজ গ্রহণ করে থাকে। কেউই কারোর খাদ্য এবং কাজ কেড়ে নিতে পারে না। মা ভবতারিণীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাকে পূজা করতে হবে। তার শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তাইই সবাই বড় হতে পারবে। মা আরো আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা ভবতারিণী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গল করেন। তিনি জ্ঞানদায়িনী।

ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতা আজকে ক্রিকেট উত্তেজনা

রবীন্দ্র কুমার শীল

কলকাতা ছিল ফুটবলের পীঠস্থান। এই কলকাতায় খেলার জন্য ভারতের ফুটবল থে লোয়াড়েরা এসে উপস্থিত হতো। কলকাতা ময়দানে ফুটবল না খে ললে ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম এবং সম্মান লাভ করতে পারতো না। সেই ফুটবল কলকাতা থেকে ফুটবলটা ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা ময়দানে তখন বিকেল বেলা থেকে ফুটবল প্রেমীদের আনাগোনা লেগে থাকতো। রাজস্থান, উয়াড়ি, তালতলা, হাওড়া ইউনিয়ন, ডালহাউসি, টালিগঞ্জ, রেঞ্জার্স কত ছোট ছোট ফুটবল ক্লাব ছিল (যদি তারা এখনও নামে বেঁচে রয়েছে) মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে প্রতিমতো ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রতিদ্বন্দিতা করতো। তখন এমনও দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে রাজস্থান, উয়াড়ি এবং তালতলা ক্লাব মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে গোাল দিয়ে হারিয়ে দিয়েছে। এখন আর এই সব ফুটবল ক্লাবের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের ফুটবল খেলায় আর জোর নেই। কলকাতায় দক্ষ ফুটবল খে লোয়াড়ের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বাঙালির ফুটবল খেলোয়াড়ের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। মোহনবাগান ক্লাবের আগে একটি ঐতিহ্য নিয়ে ফুটবল খেলতো। তারা কোনও

মহিলারা আমেরিকার মহিলাদের সঙ্গে ফুটবল খেলায় লড়াই করে পারছে না। সরকার ভারতের ক্রীড়াতে উন্নয়ন করার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে রয়েছে। কলকাতায় এখন ক্রিকেট উন্মাদনা। বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা হবে। যার জন্য



প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে সিএবি। ইমডেন তৈরি হচ্ছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার প্রস্তুতি নিয়ে।

কলকাতাথেকে কি ফুটবলটা উধাও হয়ে যাবে তা নিয়ে সবাই ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু বাংলায় নয়, ভারতে ফুটবল চর্চা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বিশ্বে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কিন্তু কমছে না। কাতার ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল তা প্রমাণ করে দিল। গোঠা ভারতটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল খেলার

ক্রিকেটের মতো পেশাদারি ফুটবলও সাফল্য পেল না?

পেশাদারি ক্রিকেট আইপিএল, টি-২০ মতো ভারতের ফুটবলকেও পেশাদারি ফুটবল চালা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সাফল্য মিলছে না। এক সময়ে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুপি চেষ্টা করেছিলেন ভারতে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল প্রতিযোগিতা করতে। তার জন্য নেহরু ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতা থেকে নেহরু ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন শুরু হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছিলেন। কয়েকটি বিদেশি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। তারপরে সেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিশ্ব মঞ্চে সুনাম অর্জন করতে পারলো না। তার একটি মাত্র কারণ ভারত আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি করতে পারেনি। আজও ভারত পিছিয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের খে লোয়াড় তৈরি করার দিক দিয়ে। অলিম্পিকে ভারত ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করতো। এখন আর ভারতের নাম সেখানে নেই। পিক-বলরাম -চুনী অলিম্পিক ফুটবলে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পরে আর কোনও ফুটবল সাধক দেখতে পাওয়া গেল না। সবটাই এখন হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের ক্রিকেট হারিয়ে যায়নি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের একটি বড় শিল্পপতি এবং ধনীদের কাছে জনপ্রিয়

এই খেলাটি। সেখানে কিন্তু ফুটবলটা সেই রকমভাবে আকর্ষন বৃদ্ধি করতে পারছে না। ফুটবল খেলায় কোনও বিনিয়োগ করতে রাজি হচ্ছে না। ক্রিকেট খেলায় কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে রাজি হচ্ছে শিল্পপতি থেকে শুরু করে ধনীরা। কিন্তু ফুটবল খেলায় নতুন কোনও বিনিয়োগ এসে উপস্থিত না হওয়ার ফলে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে আইএফএ শিল্ড। হকি খেলার বৈটন কাপ। ওড়িশা সরকার হকি খেলার ওপরে জোর দিয়েছে। তার ফলে হকিটা কোনও রকমভাবে বেঁচেবচেঁ রয়েছে। কলকাতার পরিবর্তে এখন গোয়া হচ্ছে ফুটবলের পীঠস্থান। কলকাতা তার ফুটবলের সুনাম হারিয়েছে। গোয়া এখন ফুটবল খেলায় জনপ্রিয় স্থান লাভ করতে শুরু করেছে। ফুটবল খেলা হচ্ছে লড়াই করার খেলা। তৈরি করতে বলকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। ব্যাট নিয়ে মাঠে টুকুস টুকুস করে বল খেলা নয়। পা দিয়ে বলকে স সঙ্গে নিয়ে দৌড়াতে হবে। তার জন্য শারীরিক কসরৎ দরকার। শরীরে শক্তি না থাকলে ফুটবল থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। সেটাই এখন বাংলায় দেখতে পাওয়া গেল না। যে বাঙালি টিম ১৯১১ সালে ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে খালি পায়ে লড়াই করে আইএফএ শিল্ড কেড়ে ঘরে নিয়ে আসতে পেরেছিল সেই বাংলা এখন ফুটবল দেখলে ধুকতে শুরু করে। ফুটবল খেলার সেই মানসিক স্পিরিটটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফুটবল খে

লারণ বলা হয়। কিন্তু আজেন্টিনার সমর্থক সংখ্যা হঠাৎ করে লাফ দিয়ে কেন বাড়তে শুরু করলো তা নিয়ে ময়না তদন্ত করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেল যে ব্রাজিলের সঙ্গে সমান ভালে পাঠা দিয়ে ফুটবল যুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিল আজেন্টিনা। তার ফলে আজেন্টিনার সমর্থক বৃদ্ধি পেতে থাকে। নায়ক ব্রাজিলের সঙ্গে ভিলেন আজেন্টিনার লড়াই উপভোগ করার মতো ফুটবল লড়াই হয় বলে দুই দলের পক্ষে সমর্থক সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাশিয়ার সমর্থক সংখ্যা কম নয়। তাদের সমর্থক সংখ্যা বেশ ভালো। আবার জার্মানি সেশানে ভাগ বসাতে শুরু করেছে। দুই জার্মান এক হওয়ার ফলে তারা আরও শক্তি বৃদ্ধি লাভ করেছে। ফলে তারা ফুটবল খেলাতে এগিয়ে আসতে পারছে। ইতিমধ্যে তারা বিশ্বকাপও জিতে করে নিয়ে গিয়েছে। জার্মান মরে গিয়ে আবার বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছে বলে বিশ্ব আসরে হাততালি পেতে শুরু করেছে। ইসলামি দেশের মধ্যে সংযুক্ত আমির শাহী, ইরান, ইরাক ভালো ফুটবল খেলতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের সমর্থক সংখ্যা কম নেই। ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এবারে কাতার বিশ্বকাপের খেলায় মরক্কো ভালো ফুটবল খেলা উপভার দিয়েছে। তারা সেমি ফাইনালে গিয়ে হেরেছে। তার ফলে গোটা ইসলামি দেশগুলিকে মরক্কোর ছাত্তার তলায় এক হয়ে

সমর্থন করতে শুরু করেছিল। সেমি ফাইনালে খেলায় মরক্কো যে লড়াই করতে পারবে তা আগে কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু তারা দেখিয়ে দিল যে কৌশল দিয়ে যদি ফুটবল খেলা যেতে পারে তাহলে কিম্ব্ব বড় দলকে পরাস্ত করা সম্ভব। এবারে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার ফাইনাল খেলায় উত্তেজনায় ভরপুর ছিল। যে ধরনের চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি করে দিয়েছিল আজেন্টিনা এবং ফ্রান্স তাতে মানে হয়েছিল গোটা বিশ্বেতে একটি ফুটবল বিস্ফোরণ সৃষ্টি হতে চলছে। ফ্রান্স এবারে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় লড়াই করে গিয়েছে। তারা লড়াইটাকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ফ্রান্স চেষ্টা করেছিল ব্রাজিলের মতো তারাও বিশ্বকাপকে ঘরে নিয়ে চলে যাবে। এবারে ফ্রান্স গোটাপটো ঘরে নিয়ে যেতে পারলে গোটা ফ্রান্স উত্তেজনায় ফেটে পড়তো। ফ্রান্সের সেই আশা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল যে ফ্রান্স আবারও বিশ্বকাপকে ঘরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। সেই কারণে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কাতারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আগের দিন। তিনি স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে গোটা খেলাটাকে উপভোগ করেছেন। ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জেতার লড়াই থেকে সরে আসেনি। কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায় না করার ফলে তারা উপভার দিয়েছে। ভাগ্য তাদের পক্ষে ছিল না। চরম উত্তেনা সৃষ্টি করে ফ্রান্সকে রানার্স হয়ে থাকতে হল। কোনও উপায় ছিল না।

তারা একটি সময়ে সারা বিশ্বকে অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল যুদ্ধ করে। ব্রিটেন কোনও বিদেশি খেলোয়াড়রা খেলতে পারবে না বলে ঘোষিত হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে শুরু করলো। এমন মোহনবাগান ক্লাবের বিদেশি ফুটবল খেলোয়াড়েরা খেলতে শুরু করেছে। পেশাদারি ফুটবল খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জোরদার প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে বাংলার ফুটবল জগতের কোনও উন্নতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে ভেতো বাঙালিরা ক্রিকেট খেলাকে বেশি করে মজে গিয়েছে। সারা দিন ধরে টুকুস টুকুস করে বল মারার মধ্যে কোনও আড্ডাভেঞ্চার নেই। সেটাই ভালো। শারীরিক প্রশ্রিন্ন করতে হয় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না। সারা মাঠ ধরে ছোটোছুটি করতে হয় না। ক্রিকেটের মধ্যে মাত্র একটি গুণি কাটা মাঠের মধ্যে ছোটোছুটি করতে হয় শুধু মাত্র ব্যাট ধরে রান করতে। তার বেশি ছোটার কোনও প্রয়োজন নেই। গোল করতে বলটাকে গোলে গিয়ে বলটাকে জালে প্রবেশ করে দিতে জোরসে একটা শট করতে হয় সেটা ক্রিকেট খেলাতে থাকে না। বসে বসে আরামসে ক্রিকেট খেলো। তাতে আনন্দ আছে। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে সব দেশগুলি লড়াঝু মনোভাব নিয়ে চলাফেরা করে তারা ফুটবল খেলায় উন্নতি লাভ করতে পারে। ব্রিটেনের সেই লড়াঝু মনোভাব রয়েছে।

জর্ব চার্নক প্রথম বাংলায় আসেন ১৬৫৫ সাল কিংবা ১৬৫৬ সালে

জর্ব চার্নক প্রথম বাংলায় আসেন ১৬৫৫ সাল কিংবা ১৬৫৬ সালে। তিনি তখন ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাসিমবাজারের জুনিয়র কাউন্সিল সদস্য। পরে তিনি কোম্পানির প্রধান হয়ে সূতানুটি সফর করেছিলেন ১৬৮৬ সালের শেষ দিকে। On a bleak and rainy Sunday afternoon on 24 August 1690 Job Charnock (1630-1693), the second son of Richard Charnock of Lancashire & Chief of the Bengal Factories of the East India Company, alighted at Sutanuti on the river Hooghly on his third visit. This time he was determined to set up the headquarters of the Bengal trade in this desolate and swampy village where a market for cotton sprang up during the shipping season. সূতানুটি স্থানটিকে তিনি পছন্দ করতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি মোঘল সরকারের কাছ

থেকে ব্যবসার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় শালেন্তা খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে জব চার্নকের বাংলায় ব্যবসা করা নিয়ে বিবাদ ঘটে। সেই সময়ে ইংরেজদের বেশি করে ক্রয়জাত পণ্যের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে ইংরেজদের পণ্য কেনায় বেশি দাম পড়তে থাকে। ইংরেজদের ব্যবসার করার রাস্তা বন্ধ করে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন শালেন্তা খাঁ। আমেনিয়ান এবং পোর্তুগিজদের ব্যবসার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। ইংরেজরা যাতে ভালোভাবে ব্যবসা না করতে পারে তার জন্যই এই ধরনের উচু হারে ক্রয়জাত পণ্যের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমেনিয়ান এবং পোর্তুগিজদের ব্যবসা করার অধিকার খর্ব না হয়ে যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মোঘল সরকার। অফিসাররা। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ অবধারিত হয়ে উঠে। অতিরিক্ত ক্রয়জাত পণ্য কর বিবাদ ক্রমশ সংঘর্ষে পরিণত হয়। তার বিস্ফোরণ দখতে পাওয়া

গেল ২৮ অক্টোবর ১৬৮৬ সালে। বাংলার সুবেদার শালেন্তা খাঁকে জন্দ করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করলেন চার্নক। তিনি বাংলার সুবেদারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। সেই সময়ে জব চার্নক ইংরেজ ক্যাপ্টেন আরবুথনট এর বাহিনীর সাহায্য নিয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হন। খ ড়গপুরের কাছে হিজলিতে মোঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হল ইংরেজ বাহিনী। তারিখটা ছিল ৪ জুন ১৬৮৭। ইংরেজ সেনার সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। কিন্তু এমনভাবে ইংরেজ সেনাদের পরিচালনা করা হয়েছিল তাতে মোঘল সেনারা মনে করেছিল ইংরেজরা বিশাল সেনা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। ভয়ে মোঘল সেনারা পিছু হটতে শুরু করে। ইংরেজরা বুঝতে পেরে গিয়েছিল বঙ্গদেশে ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন হলে অস্ত্র হাতে ধরতে হবে। যুদ্ধ করে নিজেদের অধিকারকে বুঝে নিতে হবে। তার জন্য তারা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দেয়। জব চার্নক খুবই বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় ব্যবসা করতে

হেরিটেজ ঃফতেপুর সিক্রি তৈরি করেছিলেন সম্রাট আকবর

ফতেপুর সিক্রি তৈরি করেছিলেন সম্রাট আকবর। ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রা জেলার একটি শহর। আগ্রা জেলা সদর থেকে ৩৫.৭ কিলোমিটার দূরে (২২.২ মাইল) দূরে অবস্থিত ফতেপুর সিক্রি। ১৫৭১ সালে সম্রাট আকবর এখানে রাজধানি নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৫৭১ থেকে ১৫৮৫ সাল পর্যন্ত এটি ভারতের রাজধানি ছিল। ১৫৭৩ সালে আকবর এর নামকরণ করেছিলেন ফতেহপুর সিক্রি (বিজয় শহর) হিসাবে। বুলন্দ দরওয়াজা ১৫০ ফুট উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত। ফতেপুর সিক্রিতে জামে মসজিদ রয়েছে। সেখানে সেলিম চিতিশির সমাধি ক্ষেত্র রয়েছে। ফতেপুর সিক্রির যোধা বাদি মহল গ্রাণ্ড গেটওয়ার রয়েছে।দিওয়াই-ই-আম দেখতে পাওয়া যায়। দিওয়ান-ই-খাস রয়েছে। ইবাদত খানা। সম্রাট আকবর এটি নির্মাণ করেছিলেন। দিন-ই-ইলাহির ভিত্তিতে এটি স্থাপন করা হয়েছিল। অনুপ তালাও নির্মাণ করেছিলেন রাজা



অনুপ সিং সিকারওয়ার। যোধা বাদি মহল আকবরের প্রিয় এবং প্রধান রাজপুত স্ত্রী মরিয়ম -উজ-জামানির বাসস্থান। নওবত খানা যা ড্রাম হাউস নামে

পরিচিত। সম্রাট আকবর সঙ্গীত শোনার জন্য উপস্থিত হলে এখানে আগে থেকেই ড্রাম বাজিয়ে সম্রাটের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করা হতো। পচিসি কোর্ট ওখানে লুডো খেলার স্থান হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছে। পঞ্চমহল পাঁচতলা বিশিষ্ট প্রসাদ কাঠামো। বীরবলের বাড়ি আকবরের প্রিয় পরামর্শদাতা। হিরণ মিনার হল এলিক্যাট টাওয়ার। ১৫৭৫ সালে বুলন্দ দরওয়াজা বা বিজয় দরজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সম্রাট আকবর। ফার্সি ভাষায় ইসলামিক শিলালিপি দেখতে পাওয়া যায়। ১৫৭৩ সালে গুজরাত জয় করেছিলেন আকবর সেই কথাও লেখা রয়েছে বুলন্দ দরওয়াজাতে।

সম্রাট তাঁর বিজয়গাথাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ফতেপুর সিক্রি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রাজস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অস্বত্ত্ব দিয়ে নয়, পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করে রাজস্থান জয় করতে হবে। সেই কারণে তিনি রাজস্থানের রাজ পরিবারে কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর সেনা দলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাজপুতা বীর মান সিং।

শুরু হলো ৫১৪ বছর ধরে চলে আসা রাজবাড়ির মনসা পুজো

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ আগস্ট : বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির ৫১৪ বছরের প্রাচীন মনসা পুজো শুরু হল জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই পুজো। ৫১৪ বছরের প্রাচীন এই মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি প্রাঙ্গনে বিশাল মেলায় আয়োজন করা হয়েছে।

পরিবারের দুই প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহ ও শিষ্য সিংহ ১৫১০ খৃষ্টাব্দে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। এখন এই পুজোর আয়োজন করেন রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্য প্রণতকুমার বসু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ১৮ আগস্ট শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় এই মনসা পুজো চলবে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। যদিও মনসা মেলা চলবে পাঁচদিন ধরে। পুজোর সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৈকুণ্ঠপুর রাজ পরিবারের সদস্য প্রণতকুমার বসু, লিভা বসু সহ অন্যান্য সদস্যরা। রাজবাড়ির এই পুজোয় মনসা দেবী আটটি বিশেষ রূপে পূজিত হন। রাজ পরিবারের প্রাচীন রীতি মেনে মূলতঃ অমিষ পদ দিয়েই পুজোর ভোগ দেওয়া হয় এখানে। এই পুজো উপলক্ষ্যে বিষহরির মনসামঙ্গল পালাগান শোনার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা ঘটে আসেন। এছাড়া পুজোর আয়োজনেও রয়েছে ভিন্ন স্বাদ, রাজবাড়ি মনসা পুজোয় মাকে ভোগ দেওয়া হয় অমিষ। বর্তমানে পুজোর প্রথম দিনেই বলি দেওয়া হয় পাঁচা, আখ, হাঁস অথবা কবুতর। পুজোকে ঘিরে আজও বসে মেলা এখনও মেলা বসে। রাজবাড়ির মনসাপুজো আর মেলা আজও যেন ফুটিয়ে তোলে জলপাইগুড়ির প্রাচীন ঐতিহ্যকে।

রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগের খবর সম্প্রচারিত হতেই কড়া প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ আগস্ট : খবরের জেরে নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন। নির্মীয়মান রাস্তার কাজ পরিদর্শনে আসলেন আধিকারিকরা। কাজের গলদ আধিকারিকদের দেখিয়ে দিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। রাস্তার মান দেখে চক্ষু চড়কগাছ আধিকারীদেরও। প্রসঙ্গত মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার হাসপাতালগামী রামবিহু মোড় থেকে মনসা মন্দির পর্যন্ত ৪০০ মিটার রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। সেই কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ফ্লোড প্রকাশ করে স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার কোনরকম সিডিউল না মেনে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করছেন। সেই খবর সম্প্রচারিত হয় সংবাদ মাধ্যমে। রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরঙ্গ। তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করে বিরোধীরা। এবার খবর সম্প্রচারিত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই নির্মীয়মান রাস্তার কাজ পরিদর্শনে এলেন পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কুশান শিকদার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আধিকারিকদের দেখান রাস্তার দুরাবস্থা। রাস্তার উপরে এবং নিচে সিডিউল অনুযায়ী হয়নি ঢালাই। ১০ ইঞ্চি ঢালাই করার কথা থাকলে হয়েছে ৫ থেকে ৮ ইঞ্চি। সাথে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী। ব্যবসায়ীরা আধিকারিক আহ্বান জানান যত্নে সঠিক ভাবে নিয়ম মেনে কাজ করা হয়। রাস্তার অবস্থা দেখে তাজব্ব হয়ে যান মেয়র আধিকারীকও। যদিও প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কুশান শিকদার। স্থানীয় ব্যবসায়ী অনুপ কুমার দাস বলেন, আজ আধিকারিকরা এসেছিলেন। আমরা নিজেরা দেখিয়ে দিলাম কি ভাবে খারাপ কাজ হয়েছে। কোন রকম সিডিউল মানা হয়নি। বৃষ্টি হলে রাস্তার জল পার্শ্ববর্তী দোকানগুলোতে ঢুকে যাচ্ছে। আধিকারিক আশ্বাস দিয়েছেন ঠিক ভাবে হবে। সংবাদ মাধ্যমকে ধন্যবাদ জানাবো এই খবর তুলে ধরার জন্য।

বেঙ্গালুরুতে খুলে গেল অত্যাধুনিক ৩ডি প্রিন্টেড পোস্ট অফিস

বেঙ্গালুরু, ১৮ আগস্ট : কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে খুলে গেল দেশের প্রথম অত্যাধুনিক ৩ডি প্রিন্টেড পোস্ট অফিস ভবন। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় অশ্বিনী বৈষ্ণব দেশের প্রথম অত্যাধুনিক ৩ ডি প্রিন্টেড পোস্ট অফিস ভবনের উদ্বোধন করেছেন। ডাক বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরু শহরের কেমব্রিজ লেআউটে ৩ডি-প্রিন্টেড পোস্ট অফিস ভবনটি ১,০২১ বর্গফুট এলাকাভূজে বিস্তৃত। ডাক আধিকারিকদের মতে, এই পোস্ট অফিস বিস্তিঃয়ের নির্মাণটি নির্মাণ সংস্থা লারসেনে অ্যান্ড টুরো লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে অটোমাইটি মাত্রাঙ্গ প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা প্রদান করেছিল। ৩ ডি প্রিন্টেড পোস্ট অফিস ভবনের শুভ উদ্বোধন করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, এই শহর সর্বদা ভারতের একটি নতুন ছবি উপস্থাপন করে। এই ৩ ডি-প্রিন্ট পোস্ট অফিস বিস্তিঃয়ের পরিস্থিফিতে আপনারা যে নতুন ছবি দেখেছেন তা বর্তমান ভারতের চেতনা। এটাই সেই চেতনা যা নিয়ে ভারত এখন অগ্রসর হচ্ছে। উন্নয়নের চেতনা, আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশের চেতনা যা সংজ্ঞায়িত বেশিষ্ট। এই সবই সম্ভব হয়েছে দেশের একটা নতুন চেত্নার রয়েছে যা নির্ধারক এবং আমাদের জনগণের সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখে।

লর্ড’স অটোমোটিভ এনেছে ৮ আধুনিক টু – এবং থ্রি – হুইলার ইলেক্ট্রিক বাহন

কলকাতা, ১৮ আগষ্ট : লর্ড’স অটোমোটিভ প্রাইটেড লিমিটেড, লর্ড’স মার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়ার একটি সহায়ক কোম্পানী, দেশে দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকা ইভি ক্ষেত্রে বাজারে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে নিজের স্থান অর্জবৃত্ত করার জন্য আটটি ইলেকট্রিক বাহনের এক বিশেষ শ্রেণী বাজারে এনেছে। লর্ড’স অটোমোটিভ ৬ থ্রি-হুইলার (৬ডাবলু) ইভি মডেলগুলি নিয়ে এসেছে – লর্ড’স কিং ই-রিকক, লর্ড’স সন্ন্যট ই-লোভার, লর্ড’স সাওয়ারী বাটরল্লই ই-রিস্লা, লর্ড’স গতি বাটরল্লই ই- লোভার, লর্ড’স প্রেস ই-রিস্লা যা প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা এবং ২ হাই-স্পিড ৩-হুইলার (২ডাবলু) ইভিস্কুটার মডেল-লর্ড’স ইগনাইট হাই স্পিড ই-স্কুটার এবং লর্ড’স প্রাইম ই-স্পিড ই-কার্গো স্কুটার-এর সঙ্গেলর্ড’স স্বচ্ছ যান ই-গার্বেজ। দামের রেঞ্জ টাকা. ৪১,৯৯৯-১৭৫,০০০ মধ্যে, ইভিগুলি সারা দেশের ডিলার, বিতরক এবং চূড়ান্ত ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ হবে। প্রথমিক অবস্থায়, কোম্পানী উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি এনসিআর, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, কেরালা, গুজরাট, রাজস্থান এবং আসামে টিয়ার ২ এবং টিয়ার ৩ শহরগুলিকে লক্ষ্যমাত্রায় রেখেছে। ২ডাবলুএবং ৬ডাবলুর অত্যাধুনিক ইভি- এর ৮ প্রকারের মেগা লঞ্চ ভারতে গ্রীণ মোবিলিটি বিপ্লবে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য লর্ড’স অটোমোটিভের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কোম্পানির অত্যাধুনিক ইভিগুলি সিলভাসা, লখনউ, গুরুগ্রাম এবং ফরিদাবাদ প্র্যাস্টে তৈরি করা হয় যা শক্তিশালী ব্যাটারি ক্ষমতা, উচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং মাইলেজ সহায়ী।ও পণ্য পরিবহনে উচ্চতর নিরাপত্তা এবং সুবিধা প্রদান করে। প্রবর্তনের সময় মন্তব্য করতে গিয়ে, লর্ড’স মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইটেড লিমিটেডের এমডি এবং সিইও শ্রী সর্দিনানন্দ উপাধ্যায় বলেন, আটটি অত্যাধুনিক ইভির রোল আউট আমাদের যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। আমাদের লক্ষ্য সারা দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির বিপ্লব আনা। আমরা বিশ্বাস করি যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে বেশি পরিমাণে ইভি ব্যবহার পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং ভারতে ইভি বিবর্তনকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবে। একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, এবং স্থিতিশীল গতিশীলতার সমাধান প্রদান করতে আমাদের ইভি সক্ষম। আমরা আমাদের ইভি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখব কারণ স্থিতিশীল গতিশীলতার সমাধানে সরকারী উৎসাহ প্রদান, গ্রাহকের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইভি প্রযুক্তিতে অগ্রগতির ফলে ইভির দেশীয় বাজার বর্তমানে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৮ আগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছিল মালদা জেলা, পুরনো স্মৃতিকে সামনে রেখেই পালিত হলো স্বাধীনতা দিবস



দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ আগস্ট : ১৫ আগস্ট নয়, ১৮ আগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা। আর সেই পুরনো স্মৃতিকে সামনে রেখেই শুক্রবার মালদায় পালিত হলো স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে যখন স্বাধীন হয়েছিল। ঠিক সেই সময় মালদা জেলা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) অধীনে ছিল গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন সর্বত্র ছিল আন্দোলন উৎসব। সেই সময় মূর্বমান মালদা ভুেছিল অন্ধকারে। সেই সময়কার স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ব্যারিস্টারদের হস্তক্ষেপেই তিনিদিন পর স্বাধীনতা পাই মালদা জেলা। মালদার কালেক্টরের ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্টা ন্মিয়ে উড়ানো হয় ভারতীয় তিরঙ্গা। আর সেই পুরনো স্মৃতিকে বজায় রেখেই আজও মালদায় ১৮ আগস্টে সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে স্বাধীনতা দিবস। এদিন মালদা শহরের গ্রন্থাগারের বই বাগানে মালদা স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদের সদস্য প্রসেনজিত দাসের উদ্যোগে এবং মালদার বিশিষ্ট শিল্পীদের সহযোগিতা নিয়ে এই স্বাধীনতা

হাতির দাঁত পাচারে গ্রেফতার কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুই জওয়ান-সহ ৫

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ আগস্ট : বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারে যুক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুই জওয়ান। এবার হাতির দাঁত পাচারের ঘটনায় নাম জড়াল দুই আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানের। তারা ছাড়াও আটক আরও তিনজন। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওই দুই জওয়ানের একজন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে (বিএসএফ) কর্মরত। আর একজন কর্মরত ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়নে। ওই পাঁচ পাচারকারীকে নকশালবাড়ি থানার হাতে তুলে দিয়েছে এসএসবি। সূত্রের খবর, বৃহৎপতিবার রাতে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে অভিযান চালায় এসএসবির ৪১ ব্যাটালিয়ন, টুকরিয়া ঝাড় বনাঞ্চল এবং শিলিগুড়ি ওয়াল্ডলাইফ ক্রাইম জওয়ানের একটি লল। সেখান থেকেই ওই পাঁচ জনকে আটক করা

হয়েছে। অভিযুক্তদের আটক করে তলাশি চালাতেই ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়ে হাতির দাঁত। সেটির ওজন ছিল ৯৪৫ গ্রাম। কার্শিয়াং বনবিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর ফরেস্ট অফিসার ভূপেন বিশ্বকর্মার নেতৃত্বে একটি দল পাঁচ যুবককে এদিন রাতে দীর্ঘক্ষণ আটকদের ধরে জেরা করে। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বন দফতর সূত্রে জানা

নদীয়ায় ১৮ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালিত একাধিক জায়গায়



গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ আগস্ট : ১৫ আগস্ট সারা দেশ জুড়ে শ্রদ্ধা ও যথাযথ মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস পালিত হলেও, নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা কৃষ্ণগঞ্জ, সহ কৃষ্ণনগর, রানাঘাটের মতো একাধিক এলাকায় ১৮ আগস্টও পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস। কৃষ্ণনগর এই ১৮ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস কেন পালিত হয় জানতে গেলে আমাদের দ্বিধে যেতে হবে বহু বছর পূর্বে। অখণ্ড ভারতকে ভেঙে তৈরী হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। সেই সময় নদীয়া জেলার একাধিক এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, আর এই কথা শুনে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরী হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান, সহ কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহাকুমা নিয়ে গঠিত নদীয়ার নতুন সীমানা নির্ধারিত হয় শিকারপুর থেকে পলাশী। ১৭ আগস্ট রেডিওতে ঘোষণা করা হয়, কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহাকুমা নিয়ে নগণ্যিত ভারত ভূখণ্ডেই থাকছে। সেই মোতাবেক ১৮ তারিখ সকাল দশটায় পাকিস্তান থেকে বিল্লিহে করে ভারতে যুক্ত হয় রানাঘাট নদীয়া মহকুমা। প্রবীণ সাহিত্যিক সুধীর চক্রবর্তী বলেন, সেই সময় আমি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ১৮ আগস্ট খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ ঘোষার ভিত্তিকর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় হেঁটে লোকজন আনন্দে রাস্তায় নেমে পড়েছেন। এই স্মৃতিকে সাথে নিয়েই আজও নদীয়ার ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা কৃষ্ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা উত্তোলিত হয়, আর শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানের দেওয়া হয়, নায়ে তাকবীর আল্লাহ হুয়াকবরি। লরকে

সারাদেশে সর্বপ্রথম পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টাল ও অ্যাপ পশ্চিমবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গ শ্রম বিভাগ পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও আপদকালীন বীমার জন্য চালু করলো একটি পোর্টাল ও অ্যাপ। এই অ্যাপে শ্রমিকদের অভিযোগ, আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য থেকে অন্যান্য সুবিধা তুলে দেবে রাজ্যসরকার। কর্মসাহাযী পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টাল ও অ্যাপ চালু করা নিয়ে সম্প্রতি পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের তরফে সচিব পর্যায়ের বৈঠক করেন নির্মিনিকে ৫০,০০০ ক্ষেত্র, দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে দুই লক্ষ

দিবস পালিত হয়। সেখানেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মালদার এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে ইংরেজিভাষার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলর অল্লান ভাদুড়ীর নেতৃত্বে ১৮ আগস্ট উপলক্ষ্যে মালদার স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রবীণ মানুষদের উপস্থিতিতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছোট ছোট শিশুদের আবৃত্তি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বাবুপাড়াতেও ১৮ আগস্ট মালদার স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণপুরুষদের মালা পড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদের সদস্য প্রসেনজিত দাস বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। তখন গোটা দেশ এই স্বাধীনতার উৎসবে মেতে উঠেছিল। সেই সময় মালদা ছিল পরাধীন। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) অধীনে ছিল গিয়েছিল মালদা জেলার দশটি থানা। এই নিয়ে ব্যাপক আপদোলন শুরু হয়। মালদার কালেক্টরে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়েছিল। কিন্তু সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ব্যারিস্টারদের হস্তক্ষেপেই শুরু হয় সীমানা নির্ধারণের লড়াই। এরপর ১৮ আগস্ট মালদা জেলা ভারতের অংশ বলেই ঘোষণা করা হয়। আর সেই ১৮ আগস্ট থেকেই শুরু হয় মালদার স্বাধীনতা দিবস। পূর্ব স্মৃতি ও অতীত বিজড়িত অনেক কাহিনী মালদার এই স্বাধীনতাকে ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে। আর সেই বিষয়কে স্মরণ করেই এদিন সাড়ম্বরে মালদা স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছে।

সমতলেই চাষ হচ্ছে চা গাছ

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ১৮ আগস্ট : পাহাড় নয় সমতলেই ভালোভাবে চাষ হচ্ছে চা গাছ, উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে বেড়ে উঠছে চায়ের বাগান। কালিয়াগঞ্জের পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে গত দেড় বছর ধরে শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির চারপাশ চা চাষ। পাহাড়ি এলাকার চা এখন থেকে পাওয়া যাবে সমতলের কালিয়াগঞ্জের পঞ্চায়েত সমিতিতে। ঢালু অথবা উঁচু জমি নয় বরং সমতলে সরকারি দফতরে হচ্ছে চা চাষ। গত দেড় বছর আগে কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিপা সরকার ও তৎকালীন বিডিও-র প্রচেষ্টায় কৃষক রত্নপ্রাপ্ত তারাপ্রসাদের হাত ধরে পঞ্চায়েত সমিতির চারপাশে লাগানো হয়েছিল চা চারা গাছগুলি। যে গাছগুলি এখন যথেষ্ট সমাজে জড় হয়ে রয়েছে। আগামী দিনে পাহাড়ি এলাকার চা এবার পাওয়া যাবে সমতলের কালিয়াগঞ্জের পঞ্চায়েত সমিতিতে।

আত্মঘাতী মহিলা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ আগস্ট : বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন এক মহিলা। মৃত্যু মহিলার নাম দীপ্তি কর্মকার (৪৫), বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডির আমীনপুরে। পরিবার সন্তুষ্ট জানা গেছে, গত বুধবার বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন ওই মহিলা। পরিবারের লোকজন ডিডিঘড়ি উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরপর গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মহিলা। জানা গেছে, মৃত মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ দেহাটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

হস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ আগস্ট : হস্টেলের পাঁচতলা থেকে পড়ে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় নিম্ন আদালতের বিচারপত্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ। নির্দেশ বিচারপতি শম্পা দত্ত পালেন। মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা ওই ছাত্রীর বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে হস্টেল কর্তৃপক্ষ তাকে বাড়ি যেতে বাধা দিয়ে। সেই রাতেই এই রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে যায়। ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর মালদা কালিয়াচক আবাসিক মিশনের একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটে। বৃহৎপতিবার মামলার শুনানিতে রাজা সরকারের পক্ষের সওয়ালে বলা হয়, ওই নাবালিকা ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। তাই কোনও নিরপেক্ষ অথবা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের প্রয়োজন নেই। পূনের অভিযোগে কোনও মামলা-ই দায়ের করা হয়নি পুলিশের কাছে। সরকারি আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতি শম্পা দত্ত বার প্রশ্ন করেন, কী কারণে অভিভাবককে স্কুলে ডাকা হয়েছিল? তার তথ্য কোথায়? বিচারপতি সরকারি আইনজীবীর কাছে ফের জানতে চান, প্রথম চার্জশিট জমা করার সময় যে সমস্ত ব্যক্তিদের সাক্ষী নেওয়ার দরকার ছিল, তাদের কেন সাক্ষী নিলেন না তদন্তকারী আধিকারিকরা? এদিন মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী আশিষ কুমার চৌধুরী আদালতে জানান, সরকারপক্ষের আইনজীবী তদন্তের কথা আদালতে জানাচ্ছেন, তবে সেই তদন্তে সাক্ষীদের নাম প্রথম চার্জশিটে নেই। নাবালিকা ছাত্রীর বাবা নির্দিষ্ট করে খুনের অভিযোগ করলেও, সেই অভিযোগ একসাইআর হিসেবে রুজু করেন পুলিশ। পাশাপাশি ওই ছাত্রী পাঁচতলা থেকে नीচে পড়ে যাওয়ার পর হাসপাতালে প্রথম যে চিকিৎসক তার চিকিৎসা করেছিলেন, তার সাক্ষী নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, ঘটনার পর প্রায় ৫ বছর হয়ে চললেও আজ পর্যন্ত মৃত ছাত্রীর বাবার কোনওরকম জবাবদিগ্নি ময়নি পুলিশ। তাহলে সেই পুলিশের উপর কীভাবে আস্থা রাখবে পরিবার। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার কথা তার বাবাকে জানাযনি এবং এই ঘটনার পরেও অনেকক্ষণ ওই ছাত্রী জীবিত অবস্থায় ছিল। তা সত্ত্বেও তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ আইনজীবীরা। সন্দেহের কারণ মূলতঃ দু-জায়গায়। ঘটনার আগের দিন ওই ছাত্রীর বাবা স্কুলে তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। ছেলে এবং মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিল তার বাবা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেও, ১৬ বছর বয়সী মেয়েকে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে আটকে দেয়। আর সেই রাতেই এই ঘটনা ঘটেছিল। প্রসঙ্গত, স্কুল এবং হস্টেল কর্তৃপক্ষের কাছে মেয়ের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় যে, মেয়ে পাঁচতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু বাবার অভিযোগ, মেয়েকে পরিকল্পনা করে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই অভিযোগেই কালিয়াচক থানায় আবাসিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ওই ছাত্রীর বাবা।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ আগস্ট : বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ তৃফানগঞ্জ থেকে দিনহাটী যাওয়ার রাজ্য সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। তাই তৃফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বরারামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে। আরও অভিযোগ এই বেহাল রাস্তার কারণে প্রতিদিন্যত ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। ঘটনায়ো পেঁয়াজ তৃফানগজ থানার অন্তর্গত বরারামপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলে পথ অবরোধ। পরে পুলিশের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেয় বাসিন্দারা।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer(Civil), Br.-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :	The Executive Engineer(Civil), Br.- IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/101/20/23-24	(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/BUSTEE-1/2023-2024/R (2nd Call)
Name of work : Extension, extra classroom or repairing of building for Jadavpur Sammilita Vidyalaya, 24, Raja Subodh Mallick Road, SPD Block, Ajanta Park, Baghajatin Colony, Kolkata -86 in Ward No. 101; Estimated cost : ₹ 3,99,425.92; Earnest Money : ₹ 8,000.00; Period of Completion : 90 Days; Last date and time of submission of bid : 29.08.2023 - 11 am; Date and time of Opening of Bid : 31.08.2023 - 11 am; The bid forms and other details are available on and from 18.08.2023 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in	Name of work : Repairing of bustee privies at 77, 75, Kalilash Bose St, 124/1, Manikata St, 123, 120, A.P.C. Road in Ward No. 27; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 2,94,532.00; Earnest Money : ₹ 5,900.00; Period of Completion : 25 Days; (2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/038/BUSTEE-2/2023-2024/R (2nd Call)
The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :	Name of work : Repairs to bustee passages at 19, 12, Bechu Chatterjee Street, 10, Brojonath Mitra Street and others in Ward No. 38; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 1,97,392.00; Earnest Money : ₹ 3,950.00; Period of Completion : 21 Days; (3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/024/09/2023-2024/BUSTEE/R
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/026/23-24/R Name of work : Imp. of C.C. Road at 26 Vidyasagar Park in Ward No. 113, Br.-XI; Estimated amount : ₹ 3,04,304.72; Earnest Money : ₹ 6,100.00; Period of Completion : 25 Days;	Name of work : Repairing of bustee IPS, paver block and concrete passages at 305C, Rabindra Sarani, Nanda Lal Roy Lane and other places in Ward No. 24; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 1,85,359.43; Earnest Money : ₹ 3,730.00; Period of Completion : 30 Days;
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/006/23-24/R Name of work : Imp. of sewer at Pirpukur Road from H/O Ganesh Karmakar to H/O Mohon Singh Chettri in Ward No. 113; Estimated amount : ₹ 2,49,485.51; Earnest Money : ₹ 5,000.00; Period of Completion : 21 Days;	(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/026/E97/23-24/R Name of work : Renovation of road surface and some civil works at 37A, 24 Mahendra Goswami Lane, Chandrasur Lane and other places in Ward No. 26 under Br-IV; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 4,64,950.14; Earnest Money : ₹ 9,300.00; Period of Completion : 30 Days;
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/005/23-24/R Name of work : Maint. of C.C. Road at P/28 Kalitola Park in Ward No. 113; Estimated amount : ₹ 1,30,550.42; Earnest Money : ₹ 2,700.00; Period of Completion : 21 Days;	(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/026/E99/23-24/R Name of work : Repairing of asphaltum road at W.C. Banerjee St., Sudhir Chatterjee St. and other places in Ward No. 26 under Br-IV; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 2,18,382.10; Earnest Money : ₹ 4,400.00; Period of Completion : 40 Days;
(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/012/23-24/R Name of work : Maint. of collapsed sewer line at Kalitola Park in Ward No. 113; Estimated amount : ₹ 1,22,494.59; Earnest Money : ₹ 2,500.00; Period of Completion : 21 Days;	(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/028/006/2023-2024/R Name of work : Improvement of passages by cement concrete from 25 to 29, Garpar Rd., 3C/11/8, 3C/11/10, 3C/11/11, Dr. M.N.C. Sarani in Ward No. 28; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 3,20,171.07; Earnest Money : ₹ 6,420.00; Period of Completion : 45 Days;
(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/010/23-24/R Name of work : Construction of C.P. for prevention of water logging at Bansdroni New Govt. Colony near Jatrik Club in Ward No. 113; Estimated amount : ₹ 1,11,693.49; Earnest Money : ₹ 2,300.00; Period of Completion : 21 Days;	(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/025/012/2023-2024/R Name of work : Repairs to collapsed sewer, inspection pit, catch pit at 9, Singhi Lane and other places in Ward No. 25; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 2,68,009.48; Earnest Money : ₹ 5,380.00; Period of Completion : 45 Days;
(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/020/23-24/R Name of work : Imp. of sewer from 42 to 45A H.L. Sarkar Road in Ward No. 113; Estimated amount : ₹ 2,10,714.75; Earnest Money : ₹ 4,300.00; Period of Completion : 21 Days;	(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/016/2023-2024/R Name of work : Relaying of road side kerb and channel at Duff St., Haripal Lane, Hartaki Bagan Lane and others in Ward No. 27; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 2,13,875.15; Earnest Money : ₹ 4,300.00; Period of Completion : 25 Days;
(7) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/021/23-24/R Name of work : Imp. of sewer at H.L. Sarkar Road from 182, S.N. Saha to Gouri Villa in Ward No. 113; Estimated amount : ₹ 1,12,693.49; Earnest Money : ₹ 2,300.00; Period of Completion : 21 Days;	(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/019/2023-2024/R Name of work : Repairs to concrete and IPS passages and footpath at 19/1/9, Madan Mitra Ln., 123/2/A, A.P.C. Road, 10, Jugol Kishore Das Lane and others in Ward No. 27; Estimated cost (Incl.GST & Cess) : ₹ 2,95,231.00; Earnest Money : ₹ 5,920.00; Period of Completion : 90 Days; Last date and time of submission of bid : 26.08.2023 - 11 am (for Sl. No. 1 to 10); The tender will be opened on : 28.08.2023 - 11 am (for Sl. No. 1 to 10); The bid forms and other details are available on and from 18.08.2023 (5 pm) (for Sl. No. 1 to 10) from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 10).
(8) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/110/019/23-24/R Name of work : Repairing of damaged paver block footpath at E.F. Blocks of B.P. Townships and other places in Ward No. 110 in Br.XI; Estimated amount : ₹ 1,06,767.40; Earnest Money : ₹ 2,200.00; Period of Completion : 30 Days;	(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/028/012/2023-2024/R Name of work : Restoration of paver blocked footpath and passage at 13, Rammoan Roy Rd., 38C, R.D. St., 18, H.N. De Rd., 294/3 A.P.C. Rd. and others in Ward No. 28; Estimated cost (Incl.GST & Cess)

মেসির বিশ্বাস

ইউরোপের লিগগুলোকে ছুঁতে পারবে যুক্তরাষ্ট্রের লিগ

ফ্লোরিডা, ১৮ আগস্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবল ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মতো না হলেও সেখান থেকে খুব বেশি দূরেও নয় বলে মনে করেন লিওনেল মেসি। গত মাসে ইস্টার মায়ামিতে নাম লেখানো আর্জেন্টাইন তারকার এই ধারণার কারণ দেশটির নাম যুক্তরাষ্ট্র এবং সেখানকার ফুটবল কাঠামো। আগামী বছর কোপা আমেরিকা এবং ২০২৬ সালে বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্রে, এটিও দেশটির ফুটবলে উন্নতির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন মেসি। জুলাইয়ে ইস্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ৬টি ম্যাচ খেলেছেন মেসি, যার সবই যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর ক্লাবগুলোকে নিয়ে আয়োজিত লিগস কাপে। ইস্টার মায়ামি এখন এ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার অপেক্ষায়, ভারতীয় সময় রবিবার সকালে দলটির প্রতিপক্ষ নাশভিলে।



যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখার এক মাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন মেসি। সেখানে তিনি লিগ হিসেবে এমএলএসের (মেজর লিগ সকার) সুযোগ ও সম্ভাবনা, মায়ামিতে নিজের ও পরিবারের মানিয়ে নেওয়াসহ বিভিন্ন প্রশ্নকে কথা বলেন। মেসির মতে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবল উন্নতির পথে। এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানও আছে, “এখানে ফুটবল এগিয়ে যাওয়ার সব সম্ভাবনাই আছে। এই উন্নতি অনেকাংশে লিগের ওপর নির্ভর করছে। এখনই সেই মনোভাব সামনে এই দেশে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাও আছে।”

ঠিক কী কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল সেরা মানে উন্নীত হতে পারে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মেসি, “এখানকার লিগের বড় লাফ দেওয়ার এবং বড় হয়ে ওঠার এটাই সময়, যেটা অনেক দিন ধরেই তারা চাইছে। সেরা মানের ফুটবল দেখার জন্য সবাই আছে এখানে। যার কারণ এই দেশ, এই দেশের কঠোরতা, আরও বেশ কিছু বিষয়।” যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবলে শীর্ষ প্রতিযোগিতা হচ্ছে এমএলএস (মেজর লিগ সকার)। এখানে এ

হোম টিম শক্তিশালী, সেখানে অ্যাওয়েতে জেতা কঠিন। আর পুরো বিষয়টা আরও ভালো বুঝতে পারব প্রথম ম্যাচের পর।” এমএলএসে মেসির প্রথম ম্যাচ ২৭ আগস্ট, প্রতিপক্ষ নিউইয়র্ক রেড বুলস। এ মুহূর্তে ২২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১৫ দলের মধ্যে সবার শেষে অবস্থান মায়ামি। লিগস কাপে এখন শিরোপা জয়ের অপেক্ষায় মেসির দল। টুর্নামেন্টে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সেরা তিনে

প্রতিযোগিতায় অভিষেক হয়নি মেসির। তবে গত এক মাসের ছয়টি ভিন্ন দলের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতায় মেসির ধারণা, এমএলএস প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে, “লিগস কাপে দেখা গেছে ম্যাচগুলো খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হচ্ছে। যেকোনো দল যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে। আমার মনে হচ্ছে, এমএলএসেও ব্যাপারটা একই। এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লিগ, যেখানে সবাই জিততে চায়। যেখানে

থেকে পরের বছরের কনকাক্যাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ নিশ্চিত করা। তারা ছাড়িয়ে গেছেন প্রত্যাপ্রাশকেও। অনেকের জন্যই এটা বড় চমক। তবে মেসি বললেন, নতুন কোচ জেরার্দো মার্তিনোকে কাচিয়ে নতুনভাবে শুরুর পর এমন কিছুই প্রত্যাশাই তারা করছিলেন। “ট্রফি জিততে পারলে।” এটা হবে অসাধারণ এক অর্জন, এই দলের সমর্থকদের জন্য, ক্লাবের জন্যও। যারা আমাদেরকে প্রতিদিন

সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ নির্বাচন, এবার হবে ক্রিকেট বোর্ডের কায়দায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ এতদিন সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ হত বাঘাইঘরের ভিত্তিতে। সেই নিয়মের এবার বদল ঘটাচ্ছে। নয়া নিয়মে, বাংলা দলের কোচ হতে গেলে আইএফএ-র কাছে আবেদন করতে হবে। আসন্ন সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের কোচ নির্বাচন নিয়ে নয়া ফর্মুলা আইএফএ-এর। অতীতে দেখা গিয়েছে নিজের পছন্দ মতোই সন্তোষ ট্রফির জন্য কোচ নির্বাচন করতেন আইএফএ কোসে কমিটি। যদিও গত বছর থেকে সেই নিয়ম বদলে দেবন সচিব অনিবার্ণ দস্তা। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আগের নিয়ম আর চলবে না। এবার যারা কোচ হতে চাইবেন, তাঁরা সরাসরি আইএফএ-কে আবেদন করতে



পারবে। বাংলা কোচের নতুন নিয়ম কী? ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কিংবা সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন জাতীয় দলের কোচ নির্বাচনের জন্য আগ্রহী কোচদের কাছ থেকে আবেদন পত্র নিয়ে থাকে। সেই একই নিয়মের পথে হাঁটছে বাংলা ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। আইএফএ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আসন্ন সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের কোচ হতে যারা আগ্রহী তাদেরকে সরকারি ভাবে আইএফএ-এর কাছে আবেদন



করতে হবে। সে ক্ষেত্রে দুটি শর্তও বেঁধে দিয়েছে আইএফএ। সেগুলি হল, ১) আবেদনকারীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে অন্তত ৫ বছরের কোচিং করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২) আবেদনকারী কোচের ‘এ’ লাইসেন্স থাকটা বাধ্যতামূলক। এই দুটি শর্ত মেনেই বাংলার কোচ হওয়ার জন্য আইএফএ-এর কাছে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী কোচেরা। আবেদন পত্র জমা হওয়ার পর চূড়ান্তভাবে কোচ নির্বাচন করবেন আইএফএ-এর নির্বাচন কমিটি। প্রয়োজনে আবেদনকারী কোচের ইন্টারভিউও নিতে পারেন নির্বাচন কমিটির সদস্যরা।

ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট যুগের ১৫ বছর



মুম্বই, ১৮ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেটে কোহলিয়ার ১৫ বছর পার। ঠিক ১৫ বছর আগে, ২০০৮ সালে আজকের দিনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ডাঙ্গুলায় ওডিআই ক্রিকেটে ডেবিউ হয়েছিল বিরাট কোহলি। এই দিনটি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের কাছে ভীষণ স্পেশাল। ৩৪ বছরের প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট বিশুভ্রুড়ে বন্দি। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট যুগের দেড় দশক পূর্ণ হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাটের ১৫ বছর পূর্তিতে সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং তাঁর একাধিক পুরনো

ইনস্টাগ্রাম ভিডিও। ২০০৮ সালে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতার কয়েক মাস পর সিনিয়র টিমে ডাক পান বিরাট কোহলি। ২০০৮ সালের ১৮ আগস্ট তাঁর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই ক্রিকেটে অভিষেক হয়। ডেবিউ ম্যাচে ওপেনিংয়ে নেমে বিরাট ২২ বলে মাত্র ১২ রান করেছিলেন। পরবর্তীতে বিরাট কোহলি শুধু ওডিআইতেই নয়, ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই রাজ করেছেন। বর্তমানে বিরাট কোহলি এশিয়া কাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখনও অবধি ভারতের জার্সিতে তিনি ১১১টি টেস্টে, ২৭৫টি ওডিআইতে এবং ১১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। কিং কোহলি টেস্ট, ওডিআই এবং টি-২০ ফর্ম্যাটে যথাক্রমে করেছেন ৮৬৭৬, ১২৮৯৮ ও ৪০০৮ রান করেছেন। দেশের হয়ে ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরাট ৪টি করে উইকেটও নিয়েছেন। টেস্টে বিরাট ১১১টি ম্যাচে ২৯টি শতরান এবং ২৯টি অর্ধশতরান করেছেন। ওডিআইতে কোহলির রয়েছে ৪৬টি শতরান এবং ৬৫টি অর্ধশতরান। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে বিরাট করেছেন ১টি সেঞ্চুরি এবং ৩৭টি হাফসেঞ্চুরি। ভারতের ক্যাপ্টেন হিসেবে কোহলি করেছেন ১২,৮৮৩ রান। অধিনায়ক হিসেবে ৪১টি সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট। ভারত অধিনায়ক থাকাকালীন বিরাট ১৫০-র বেশি রান করেছেন ১১ বার। টিম ইন্ডিয়ায় ক্যাপ্টেন থাকাকালীন মোট ২৭ বার ম্যাচের সেরা এবং ১২ বার সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন বিরাট।

কবে ৯০ মিটারের লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন নীরজ? জানালেই নিজেই

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র নীরজ চোপড়া। টেকিও অলিম্পিকে জ্যাডলিন গ্রো-তে তিনি সোনা জেতার পর পুরো বিশ্ব নীরজ চোপড়াকে এক নামে চেনেন। টেকস্টে পো শন দ্য অর্থ (অলিম্পিক) থেকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছেন নীরজ। একাধিক উত্তীর্ণ ক্রীড়াবিদের কাছে নীরজ এখন অনুপ্রেরণা। সেই নীরজ চোপড়ার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ৯০ মিটারের লক্ষ্যপূরণ করা। ২০২২ সালে অল্লের জন্য ভারতের সোনা জয়ী অলিম্পিয়ান নীরজ চোপড়া ৯০ মিটারের লক্ষ্যপূরণ করতে পারেননি। এ বার তিনি নিজেই জানালেন, কবে ৯০ মিটারের লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন?

২০২২ সালে স্টকহোমে ডায়মন্ড লিগে ৮৯.৯৪ মিটার থ্রো করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নীরজ চোপড়া। কিন্তু ০.০৬ মিটারের জন্য নীরজের ৯০ মিটারের লক্ষ্যপূরণ হয়নি। সম্প্রতি জিও সিনেমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নীরজ জানিয়েছেন, তিনি ৯০ মিটার স্পর্শ করার কাছেই রয়েছেন। “অনুকূল আবহাওয়ার সঙ্গে আমার শুধু একটা নিখুঁত দিন দরকার। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমি ৯০ মিটার ছাড়তে পারব।” এতদিনে নীরজ চোপড়া ভালোভাবে বুঝে গিয়েছেন তিনি ফিল্ডে নামলেই



কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। তবে, আমি যখন প্রতি দুই থেকে চার বছরে এক বার হয় এমন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি (যেমন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং অলিম্পিক) তখন নিঃসন্দেহে দায়িত্ব বেশি থাকে। সব সময় আমি নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করি। পুরো ফোকাসড থাকার চেষ্টা করি। আগে অনেক কিছু ভাবাত আমাকে। কিন্তু এখন সব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।” তিনি আরও বলেন, “বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পারিনি। এরপর আমি লুসান ডায়মন্ড লিগে অংশ নিয়েছিলাম, ওখানে আমার পারফরম্যান্স ভালোই ছিল। তারপর থেকে, সবকিছুই ভালো হয়েছে। এবং আমি আমার পারফরম্যান্স ও প্রশিক্ষণ নিয়ে খুশি। আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চ্যালেঞ্জের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এগিয়ে আসছে এবং আমি সেখানে ভালো পারফর্ম করতে চাই।” উল্লেখ্য, বিশ্ব আর্থলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাডলিন ইভেন্ট রয়েছে ২৫ আগস্ট।

ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ, চার বছরের জন্য নির্বাসিত দ্যুতি চাঁদ!

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ বডসড শাস্তির খাঁড়া নেমে এল ভারতীয় স্প্রিন্টার দ্যুতি চাঁদের উপর। ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন দ্যুতি। চলতি বছরের প্রথমদিকে দ্যুতিকৈ সাসপেন্ড করা হয়েছিল ন্যাশনাল অ্যাটি ডোপিং এজেন্সি বা নাডা। তবে কতদিনের জন্য তা জানা যায়নি। পাক্কা সাতমাস পর নাডা জানিয়েছে চারবছরের জন্য ট্র্যাকে নামতে পারবেন না দ্যুতি। গত জানুয়ারি মাসে দ্যুতি জানিয়েছিলেন সাসপেনশনের বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদন করবেন তিনি। নিষেধাজ্ঞার কারণে হাংক্যাউ এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে পারবেন না দ্যুতি। ২০১৮ সালের জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে দেশকে রূপার পদক এনে দিয়েছিলেন দ্যুতি চাঁদ। নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে। গত বছরের ৫ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে ডোপ টেস্টের



জন্ম দ্যুতির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা পরীক্ষায় নিষিদ্ধ আন্যাবোলিক স্টেরয়েড পাওয়া গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েন তিনি। যদিও দ্যুতি জানিয়েছিলেন, তিনি পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য কোনও নিষিদ্ধ উপায় অবলম্বন করেননি। ডোপ পরীক্ষায় ফেল হওয়ার পর শোনা যাচ্ছিল লম্বা সময়ের জন্য নির্বাসিত হতে পারেন তিনি। সেটাই সত্যি হল। নিঃসন্দেহে দ্যুতির কেরিয়ারে এই নির্বাসনের প্রভাব পড়বে প্রবলভাবে। চার বছরের লম্বা নির্বাসন কাটিয়ে দ্যুতি আর আদৌ ট্র্যাকে ফিরতে পারবেন কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। কেরিয়ার হোক বা ব্যক্তিগত জীবন, দ্যুতির জীবনে বিতর্ক কখনও থেমে থাকেনি। লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমস থেকে বাদ পড়েছিলেন। তাত্ত্বিক আশা ছাড়েননি। লসেনের ক্রীড়া আন্দোলনে মামলা চালান তিনি। এক বছর পর নিষেধাজ্ঞা সরে যায়। এরপর জাকার্তা এশিয়ান গেমসে জ্যোতা পদক জেতেন তিনি।

লখনউয়ে এমএসকে প্রসাদের এন্ট্রি, দল ছাড়তে পারেন গম্ভীর

লখনউ, ১৮ আগস্টঃ নতুন চাকরি পেয়েছেন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ। আইপিএল টিম লখনউ সুপার জায়ান্টস টিমে যোগ দিয়েছেন স্ট্যাটেজিক কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার দলের তত্ত্বাবধি ঘোষণা করা হয়। প্রসাদের লখনউয়ে যোগ দেওয়া এক নয়া জল্পনার জন্ম দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি ছাড়তে পারেন মেট্রি গৌতম গম্ভীর। বর্তমানে গম্ভীর রয়েছেন আমেরিকায়। ইউএস মার্চেন্ট টি ১০ লিগ নিয়ে ব্যস্ত তিনি। তার ফাঁকেই প্রসাদের লখনউ সুপার জায়ান্টসে এন্ট্রি। “দৈনিক জাগরণের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, হেড কোচ অ্যান্ডি ক্লাবওয়ারের পর সৌতম গম্ভীরও শীঘ্রই লখনউ ছাড়বেন। জাতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনারের বিদায়ের আগে পরের মরসুমের



কোচ পরিবর্তন করেছে। দু’টি মরসুম কোচিং করানোর পর অ্যান্ডি ক্লাবওয়ারের বিদায় দিয়েছে দলটি। আগামী মরসুমে লোকেশ রাহুলদের নয়া হেড কোচ হিসেবে থাকবেন

জাস্টিন ল্যান্সার। এরপর স্ট্যাটেজিক কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে যোগ দিলেন এমএসকে প্রসাদ। তাঁর এন্ট্রির পরই সৌতম গম্ভীরের বিদায়বর্ণী বেজে গিয়েছে। দৈনিক জাগরণ এক সুত্র উদ্ধৃত করে লিখেছে, অ্যান্ডি ক্লাবওয়ারের পর সৌতম গম্ভীরকেও শীঘ্রই ছাড়তে হবে। তবে এখনই এই বিষয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। গম্ভীর দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের হয়ে খেলার পর কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দেন। কেকেআরকে জোড়া ট্রফি দিয়েছেন তিনি। ২০২৩ আইপিএল চ্যাম্পিয়নাই শোনা যাচ্ছিল, পুরনো টিমে অন্য দলিদ্ধা করলে পারেন সৌতি। তাঁর লখনউ ছাড়ার খবর সেই জল্পনা ফের উপকে উঠেছে। আগামী মরসুমে আইপিএলের কোন টিমের ডাগআউটে দেখা যাবে সৌতম গম্ভীরকে সেটা জানতে উৎসাহী ক্রিকেট সমর্থকরা।

‘পাগল’ রোনাল্ডোর কারণেই সৌদি আরবে গেলেন নেইমার!

রিয়াধ, ১৮ আগস্টঃ ক্লাব ফুটবলে কখনোই ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে সতীর্থ হিসেবে পাননি নেইমার। মাঠে তাঁদের দেখা হয়েছে প্রতিপক্ষ হিসেবেই। রোনাল্ডোর ‘চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী’ লিওনেল মেসির সঙ্গেই বন্ধুত্ব নেইমারের, সেটি মাঠের বাইরেও। সেই নেইমার বন্ধু মেসির মতো যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে যোগ না দিয়ে হাটলেন রোনাল্ডোর পথে, যোগ দিলেন সৌদি প্রো লিগে। লা লিগায় থাকাকালে নেইমার ও রোনাল্ডো খেলেছেন বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ নামের দুই ‘বেরী’ ক্লাবে। বৈরিভার মাত্রা অটো না হলেও সৌদি আরবে নেইমারের আল হিলাল ও রোনাল্ডোর আল নাসরেও বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর সবার আগে সৌদি প্রো লিগের সবচেয়ে বড় তারকার প্রশংসাই করলেন নেইমার। ৯ কোটি ইউরোতে ‘হিলালি’ বনে যাওয়া নেইমার বললেন, ‘পাগল’ রোনাল্ডোর কারণেই সৌদি আরবে গেছেন তিনি। ৩১ বছর বয়সি নেইমার ফরাসি ক্লাব পিএসজি ছেড়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটিতে গত পরশুই যোগ দিয়েছেন। ব্রাজিলের সান্তোস, স্পেনের বার্সেলোনা ও ফ্রান্সের পিএসজি-ক্লাব ফুটবলের বিখ্যাত তিন ক্লাবে খেলার পর এই বয়সেই কেন আল হিলালের মতো ‘অখ্যাত’ ক্লাবে গেলেন, সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই রোনাল্ডোর প্রশংস টেনেছেন নেইমার। সিআরসেভেন নামে পরিচিত রোনাল্ডো কাতার বিশ্বকাপের পর যোগ দেন সৌদি ক্লাব আল নাসরে। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের সেই সিদ্ধান্তটাকে ফুটবল ইতিহাসের ‘বাকবদল’ হিসেবেই দেখছেন নেইমার। এরপর যে ইউরোপ ছেড়ে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছেন আরও অনেক তারকা ফুটবলার। আল হিলালে যোগ দিয়ে প্রথমবার

সংবাদমাধ্যমে কথা বলতে গিয়েই রোনাল্ডোকে পাইওনিয়ার বা পথপ্রদর্শক হিসেবে বর্ণনা করলেন নেইমার, “আমি মনে করি, যা হচ্ছে সব ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর কারণেই হচ্ছে। সবাই তো শুরুতে তাঁকে ‘পাগল’ বা এমন আরও অনেক কিছুই বলেছে। এখন দেখুন লিগটা শুধু বড়ই হচ্ছে।” সৌদি প্রো লিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রাটাও সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে নেইমারকে, “এই গ্রীষ্মের দলবদলের পর লিগটা অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে।

পেতে যাওয়া নেইমার করিম বেনজেরা, রবার্তো ফিরমিনোর মতো তারকাদের উপস্থিতিতেও বড় করে দেখছেন, “অন্য দলের খুবই উচ্চমানের খেলোয়াড়দের বিপক্ষে খেলাটা বেশ রোমাঞ্চকর। বিরুদ্ধ দলে উচ্চমানের খেলোয়াড় থাকটা আপনাকে আরও ভালো খেলতে প্রেরণা জোগায়। আপনি যখন রোনাল্ডো, বেনজেরা, ফিরমিনোদের বিপক্ষে খেলবেন, তখন রোমাঞ্চের মাত্রাটা আরও বেড়ে যায়। তাই এই লিগে যোগ দিতে পেয়ে আমি খুশি। তাঁদের বিপক্ষে খেলাটা দারুণ ব্যাপার হবে।” নেইমারের আশা, বিশ্বজুড়েই ফুটবল ভক্তরা সৌদি প্রো লিগের খেলা দেখবেন, “ব্রাজিলের প্রচুর মানুষ এই লিগের খেলা দেখবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি আশা করছি, সব ব্রাজিলিয়ান ও অন্য সবাই এই লিগটার খোঁজখবর রাখবেন ও আল হিলালকে সমর্থন দেবেন।” সৌদি লিগটাকে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু বানাতে নিজেছে উজাড় করে দেওয়ার কথাও বললেন নেইমার, “সবছিকে জানিয়ে দিতে চাই তাঁদের উত্তেজার জন্য আমি আমার সেরাটি দেওয়ার চেষ্টা করে যা। আমাদের লক্ষ্য সব শিরোপা জয়।” বিশ্বসেরা সব তারকাকে সৌদি আরবে নিয়ে যেতে ৬০ কোটি ইউরো বিনিয়োগ করেছে সৌদি প্রো লিগ। রোনাল্ডো, নেইমার, বেনজেরা, ফিরমিনো ছাড়াও সাইগু মালো, জর্ডান হেন্ডারসন, রিয়াদ মাহরেজ, কালিদু কুলিবালির মতো তারকার নাম লিখিয়েছেন সেখানে। সৌদি প্রো লিগের নতুন মরসুম শুরু হয়ে গেছে গত সপ্তাহেই। নেইমারের আল হিলাল আগামী শনিবার খেলবে আল-ফেইহার বিপক্ষে। নেইমারের সৌদি অভিষেক সেই ম্যাচে হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।



করা করা আসছে, সেই নামগুলো দেখুন না। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কারণেই এই লিগে যোগ দিয়েছি। চ্যালেঞ্জ আমাকে এগিয়ে নেয়। আমি এখনো এসেছি লিগটাকে আরও ওপরে নিয়ে যেতে।” আল হিলালের হয়ে সম্ভাব্য সবকিছু জেতাটাকেই পাখির কোষ করছেন বলেও জানালেন নেইমার, “নতুন গল্প লেখার সুযোগ পেয়ে আমি বেশ সন্তোষিত। সতীর্থদের সঙ্গী করে এই ক্লাবের সব লক্ষ্য পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রফির পর ট্রফি জিততে চাই। আমি এ নিয়ে বেশ রোমাঞ্চিত।” আল হিলালে বছরে ১০ কোটি ডলার বেতন